বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ ফকিহ
শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট
"নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

★ তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৯ সাল ★

সাহায্য মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কাদিয়ানি-রদ

———✲✲———

চতুর্থ ভাগ।

———✲✲✲———

মির্জ্জার আকায়েদ

(১) তিনি খোদার সন্তান সন্ততি থাকার দাবি করিয়াছেন। তিনি হকিকাতোল-অহির ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

انت مني بمنزلة ولدى

"তুমি আমার নিকট আমার সন্তানের তুল্য।"

তিনি দাফেয়োল-বালায় লিখিয়াছেন ;—

انت مني بمنزلة اولادى

"তুমি আমার নিকট আমার সন্তানদিগের তুল্য।"

তিনি আলবোশরা কেতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اسمع ولدى

"তুমি শুন, হে আমার পুত্র।"

তিনি তওজিহে-মারামের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے جسے استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کرسکتے ہیں ❋

"মছিহ এবং এই অক্ষমের (মির্জ্জা ছাহেবের) দরজা এইরূপ যে, রূপকভাবে খোদার পুত্র শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন।"

কোর-আন শরিফে আছে ;—

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

"তিনি (আল্লাহ) পুত্র বানান নাই, তিনি পাক।"

ছুরা এখলাছ ;—

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

"তিনি (কাহাকেও) জন্মদান করেন নাই এবং (কাহারও) জাত নহেন।"

কোর-আন ;—

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ

"তুমি (হে মোহাম্মদ) বল, যদি রহমানের পুত্র হইত, তবে আমি (তাহার) প্রথম এবাদতকারী (উপাসক) হইতাম।"

কোর-আন ;—

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ○ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ❋

"যে হেতু লোকে রহমানের পুত্র বলিয়া ডাকিয়াছে, বিচিত্র নহে যে, আছমান সমূহ উহার জন্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, জমি বিদীর্ণ হয় এবং পাহাড় সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হয়।"

মূল কথা, য়িহুদীরা নিজেদিগকে খোদার পুত্র ও খৃষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ)কে খোদার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন, খোদা ইহার প্রতিবাদে কোর-আনের উপরোক্ত আয়তগুলি নাজিল করিয়াছেন, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের হুকুমের বিপরীতে য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের মত প্রচার করিয়াছেন।

(২) মির্জ্জা ছাহেব তওজিহে-মারামের ২১।২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان دونون محبتون کے ملنے سے جو درحقیقت نر و مادہ کا حکم رکھتی ہے ٭ ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہوکر الہی محبت کے چمکنے والی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام روح القدس ہے اور یہی پاک تثلیث ہے انتہی ملخصا ٭

এই দুই প্রেমের মিলনে যাহা প্রকৃত পক্ষে পুরুষ ও স্ত্রী নামে অভিহিত হইতে পারে, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এক দৃঢ় সম্বন্ধ ও মজবুত সহযোগ প্রকাশিত হয়, খোদাতায়ালার সমুজ্জল প্রেমের অগ্নিতে এক তৃতীয় বস্তু সৃজিত হয় যাহার নাম রুহোল কুদছ। ইহাই পাক ত্রীত্ববাদ (তছলিছ)।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ

"যাহারা বলে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তিনের এক, সত্যই তাহারা কাফের হইয়াছে।"

খৃষ্টানেরা পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা (আল্লাহ, মছিহ ও জিবরাইল) এই তিনজনকে এক পূর্ণ খোদা ধারণা করিত, ইহাকে ত্রীত্ববাদ (তছলিছ) বলা হয়, কোর-আন ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে। মির্জ্জা ছাহেব এই খৃষ্টানি মত প্রচার করিয়া উহাকে পাক তছলিছ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যখন এইরূপ লানতি ত্রীত্ববাদকে পাক বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে পাক মিথ্যা, পাক শেরক, পাক ব্যভিচার, পাক জুয়া, পাক চুরি ইত্যাদি মত প্রচারিত হওয়া জরুরি নহে কি?

(৩) মির্জ্জা ছাহেব তওজিহে-মারামের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ایک ایسا وجود اعظم جس کے بیشمار ہاتھ بے شمار پیر ہیں اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس کی تاریں بھی ہیں ٭

"সেই শ্রেষ্ঠতম অস্তিত্বের (খোদাতায়ালার) অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য পদ তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ গণনাতীত এবং অসীম দৈর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট আছে এবং মাকড়সার ন্যায় তাহার তার সকল আছে।"

কোর-আন শরিফে আছে;—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই।" ইহাতে বুঝা যায় যে, অঙ্গ-প্রতঙ্গ, আকৃতি, দৈর্ঘ, প্রস্থ ইত্যাদি মানবীয় ও পার্থিব ভাব হইতে খোদাতায়ালা পাক। মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের বিপরীতে হিন্দুদের মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

(৪) মির্জ্জা ছাহেব জরুরাতোল-এমামের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(صاحب الہام لوگون سے) خدا قریب ہوجاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرہ پر سے جو نور محض ہے اُتار دیتا ہے اور یہ کیفیت دوسرون کو میسر نہین آتی، بلکہ وہ تو بسا اوقات اپنے تئین ایسا پاتے ہین کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے ✱

"খোদাতায়ালা (এলহাম প্রাপ্ত লোকদিগের) নিকটবর্ত্তী হইয়া যান এবং নিজের পাক বিশুদ্ধ নূর আলোকময় চেহারা হইতে কতক পরিমাণ পরদা উঠাইয়া দেন, এই হাবভাব অন্য লোকদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, বরং তাঁহারা অনেক সময় নিজেদিগকে এইরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হন যে, যেন কেহ তাঁহাদের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে।"

কোর-আন শরিফে আছে ;—

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

"চক্ষু সকল তাঁহাকে দেখিতে পারে না

কোর-আন ছুরা আরাফ ;—

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِىْ

"মুছা বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার সহিত দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখিব, আল্লাহ বলিলেন, তুমি কখন আমাকে দেখিতে পারিবে না।"

মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের বিপরীতে একেত নিরাকার খোদাকে সাকার ধারণা করিলেন, দ্বিতীয় দুনইয়াতে তাঁহার দর্শন লাভের দাবি করিলেন।

(৫) তিনি বারাহিনে আহমদিয়ার ৫৫৫,৫৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اغفر و ارحم من السماء ربنا عاج

"তুমি মাফ কর, আছমান হইতে রহমত কর, আমার প্রতিপালক عاج 'আজ'।"

মির্জ্জা ছাহেব আরবি عاج শব্দের অর্থ খুজিয়া পান নাই, আশ্চর্য্যের কথা, যিনি বৃষ্টির ন্যায় অহি নাজেল হওয়ার এবং খোদার সাক্ষাতে কথা বলার দাবি করিয়া থাকেন, তিনি উক্ত এলহামের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

মোন্তাখাবোল-লাগাতের ৩০৪ পৃষ্ঠায় আছে ;—عاج শব্দের অর্থ হস্তীর দাঁত, হস্তীর হাড়, গোবিষ্ঠা ইত্যাদি।

এক্ষণে মির্জ্জায়িরা খোদাকে হস্তীর দাঁত, হস্তীর হাড় কিম্বা গোবিষ্ঠার তুল্য ধারণা করিতে পারেন।

মির্জ্জা ছাহেব 'ছোয়াইয়া'র নিকট হইতে যে কেতাব আনয়ন করার দাবি করিয়াছেন, তাহাতেই খোদার এইরূপ ছলইয়া লেখা থাকিতে পারে, ইহা কোর-আন শরিফের শিক্ষা নহে।

(৬) মির্জ্জা ছাহেব হকিকাতোল-অহির ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

پس روحانی طور پر انسان کے لئے اس سے بڑھکر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدا تعالی کی تصویر اس میں کھینچی جاوے ❋

"তৎপরে আত্মিক ভাবে মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতা হইতে পারে না যে, সে এই পরিমাণ শুদ্ধিলাভ করে যে, তাহার মধ্যে খোদাতায়ালার ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়।"

আরও তিনি হজরত জিবরাইল (আঃ)এর সম্বন্ধে তওজিহোল-মারাম পুস্তকের ৭৮,৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

وہ خدا سے سانس کي ھوا يا آنکھ کے نور کی طرح
نسبت رکھتا ھے اور خدا کی جنبش کے ساتھہ ھی
وہ بھی جنبش مین آجاتا ھے جیسا اصل کي جنبس
سے سایہ کا ھلنا طبعي طور پر ضروري امر ھے ....
تو معا اس کي ایک عکسی تصویر جس کو روح القدس
کے نام سے موسوم کرنا چاھئے محب صادق کے دل مین
منقش ھو جاتي ھے ✱

"উক্ত জিবরাইল খোদার নিশ্বাসের বায়ু কিম্বা চক্ষের জ্যোতি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, খোদার আন্দোলনের সহিত উক্ত জিবরাইল আন্দোলন করিয়া থাকেন, যেরূপ মূল বস্তুর আন্দোলনে প্রাকৃতিক নিয়মে ছায়ার আন্দোলন জরুরি বিষয়। ইহার সঙ্গেই খোদার প্রতিচ্ছায়া যাহাকে রুহোল-কোদছ নামে অভিহিত করা উচিৎ, সত্য-পরায়ণ লোকের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া পড়ে।"

কোর-আন শরিফে আছে ;—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"তাঁহার (খোদার) তুল্য কোন বস্তু নাই"

এমাম বয়হকি কেতাবোল-আছমা অছ-ছেফাতে লিখিয়াছেন ;—

فان الله - يجب علينا و على كل مسلم ان يعلم
ان ربنا ليس بذى صورة ولا هئية ✱

"নিশ্চয় আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ইহা জানা ওয়াজেব যে, আমাদের প্রতিপালক আকৃতিধারী ও অয়বধারী নহেন।"

আকায়েদে-নাছাফি ;—

ليس بجوهر ولا بعرض ইহা বুঝা যায় যে, খোদা জেছম নহেন, সরকার নহেন, তবে তাহার ফটো, ছবি ও প্রতিচ্ছায়া হইবে কিরূপে? মির্জ্জা ছাহেব নিজের ফটো উঠাইয়া মুরিদগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, মির্জ্জা ছাহেব নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করিয়াছেন, বোধ হয় তাহার ছবি খোদার ফটো ধারণায় মুরিদগণকে বণ্টন করিয়া দিতেন, ইহাতে তাঁহার মুরিদগণেরা খোদার জিয়ারত লাভ করিতেন কি? তিনি হজরত জিবরাইলকে খোদার নিশ্বাস, চক্ষের জ্যোতিঃ ও শরীরের ছায়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ মোশরেকি আকিদা তাঁহার ভক্তগণের মত হইতে পারে, কিন্তু খোদাপরস্ত মুসলমানগণের এইরূপ আকিদা হইতে পারে না।

(৭) তিনি ২ নম্বর আরবাইনের ৩৬ পৃষ্ঠায় ও হকিকাতোল-অহির ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

انت مني بمنزلة توحيدي و تفريدي

"তুমি আমার নিকট আমার অহদানিয়ত ও অদ্বিতীয়তার ন্যায়।"

তিনি তাজাল্লিয়াতে-এলাহিয়ার ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

انت مني بمنزلة بروزي

"তুমি আমার রূপান্তরের ন্যায়।"

তিনি হকিকাতোল-অহির ৭৯ পৃষ্ঠায় ও বারাহিনে-আহমদীয়ার ৫১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

سرک سری

"তোমার গুপ্ততত্ত্বই আমার গুপ্ততত্ত্ব।"

আলবোশরা, ২।১২৬ পৃষ্ঠা ;—

ظهورك ظهوري

"খোদা বলেন, তোমার বিকাশ আমারই বিকাশ।"

হকিকাতোল-অহি ৭৪, দাফেয়োল-বালা, ৬ পৃষ্ঠা ও তাজাল্লিয়াতে-এলাহিয়া ৪ পৃষ্ঠা ;—

انت مني و انا منك

"তুমি আমা হইতে এবং আমি তোমা হইতে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেব খোদার ন্যায় অদ্বিতীয়, খোদার অংশ, তাঁহার অবতার ও পূর্ণ খোদা হওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহা কি কাফেরিমূলক মত নহে ?

(৮) তিনি হকিকাতোল-অহির ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠায় এই এলহাম প্রকাশ করিয়াছেন ;—

اريد ما تريدون - انما امرك اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون *

"তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, আমি তাহাই ইচ্ছা করি। তোমার কার্য্য ইহা ব্যতীত নহে যে, যখন তুমি কোন বিষয় ইচ্ছা করিবে, তুমি উহাকে বল, হইয়া যাও, ইহাতে সেই বস্তু হইয়া যাইবে।"

তিনি ১৯০৭ সালের ২য় মার্চ্চের বদর পত্রিকায় এই এলহাম প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

كل لك و لامرك

"সমস্তই তোমার জন্য এবং তোমার হুকুমের জন্য।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেবের মতে খোদা অকর্ম্মণ্য বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এই হেতু তিনি দুনইয়া চালাইবার সমস্ত খোদায়িশক্তি মির্জ্জা ছাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ আকিদা শেরক নহে কি ?

যদি ইহা প্রকৃতপক্ষে খোদায়ি এলহাম হইত, তবে মির্জ্জা ছাহেব এক কথাতেই তাঁহার প্রবল শত্রু ডাক্তার আবদুল হাকিম, মৌলবী ছানাউল্লাহ, আহমদ বেগের জামতা প্রভৃতিকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতেন। যখন মির্জ্জা বহু দোয়া রোদন ক্রন্দন করাতে তাঁহাদের কেশাগ্র কম্পিত হইল না, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, উহা শয়তানি এলহাম।

(৯) তিনি জমিমায় আঞ্জামে আথামের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان الله معك ان الله يقوم اين ماقمت

"নিশ্চয় খোদার তোমার সঙ্গী, নিশ্চয় আল্লাহ তুমি যেস্থানে দণ্ডায়মান থাক, তথায় দণ্ডায়মান থাকেন।"

তিনি আঞ্জামে আথামের [illegible] পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন ;—

يحمدك الله من عرشه و يمشي اليك

"খোদা আরশ হইতে তোমার প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং তোমার দিকে আগমন করেন।"

জনাব, খোদা কি মির্জ্জা ছাহেবের নিয়োজিত আর্দালি যে, মির্জ্জা ছাহেব দাঁড়াইলে, তিনিও দাঁড়াইতে বাধ্য হইবেন। দাঁড়ান ও চলিয়া আসা মানবীয় গুণ, খোদা এইরূপ গুণ বিশেষ হইতে পাক।

এমাম বয়হকি কেতাবোল আছম অছছেফাতের ৩.৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

فان الحركة و السكون و الانتقال و الاستقرار من صفات الاجسام و الله تعالى احد صمد ليس كمثله شي *

"যাতায়াত করা ও স্থিতিশীল হওয়া জেছমগুলির গুণ, আল্লাহ-তায়ালা অংশবিহীন এক, অভাব রহিত, তাঁহার তুল্য কোন বস্তু না।

কোর-আন শরিফে আছে ;—

الحمد لله رب العالمين

"জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রকার হামদ।"

সমস্ত লোককে এস্থলে খোদার হামদ করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

এদিকে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর উপর আদেশ হইয়াছে ;—

فسبح بحمد ربك

অনন্তর তুমি তোমার পতিপালকের হামদের সহিত তছবিহ পাঠ কর।"

কোন স্থলে একরূপ নাই যে, খোদা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর হামদ করেন। ইহাতে মির্জ্জা ছাহেব, হজরত (ছাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

(১০) আইনায়-কামালাতে-ইছলাম, ৫৬৪।৫৬৫ পৃষ্ঠা ;—

رايتني في المنام عين الله و تيقنت انني هو ـ فدخل ربي على وجودي و كان كل غضبي و حلمي و حلوي و مري و حركتي و سكوني له و منه و صرت من نفسي كالخالي و بينما انا في هذه الحالة كنت اقول انا نريد نظاما جديدا سماء جديدة وارضا جديدة فخلقت السموات و الارض اولا بصورة اجمالية لا تفريق فيها و لا ترتيب ثم فرقتها و رتبتها بوضع هو مراد الحق و كنت اجد نفسي على خلقها كالقادرين ثم خلقت السماء الدنيا و قلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم قلت الان نخلق الانسان من سلالة من طين ✱

"আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি নিজেই খোদা এবং বিশ্বাস করিলাম যে, আমি খোদাই হইতেছি।

খোদা আমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমার রাগ, আমার ধৈর্য্য, তিক্তভাব, মিষ্টতা, গমনাগমন ও স্থিরতা সমস্তই তাঁহার হইয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় আমি বলিতেছিলাম, আমি এক নূতন বন্দোবস্ত, নূতন আছমান ও নূতন দুনইয়া ইচ্ছা করি, ইহাতে আমি প্রথমে এজমালিভাবে আছমান ও জমি সৃষ্টি করিলাম যাহাতে কোন প্রকার তরতিব ও পার্থক্য ছিল না। তৎপরে আমি খোদার উদ্দেশ্য অনুসারে তৎসমস্তকে নিয়মিত ও বিভিন্ন করিলাম এবং আমি ধারনা করিতে ছিলাম যে, আমি উহা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তৎপরে আমি প্রথম আছমানকে পয়দা করিলাম এবং বলিলাম, আমি প্রথম আছমানকে প্রদীপ-সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করিলাম। তৎপরে আমি বলিলাম, আমি কর্দ্দমের সারাংশ হইতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিব।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, মির্জ্জা ছাহেব খোদা হওয়ার, আছমান, জমি ও মনুষ্যজাতির সৃষ্টি কর্ত্তা হওয়ার দাবি করিয়াছেন। ফেরয়াওন খোদাই দাবি করিয়াছিল, ইনিও তাহাই করিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি?

(১১) তিনি হকিকাতোল-অহির ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی، اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگوئیاں لکھیں - جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں - تب میں نے وہ کاغذات دستخط کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے پیش کئے اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دستخط کئے اور دستخط کرتے وقت

قلم کو چھڑکا جیسا کہ قلم پر زیادہ سیاہی آجاتی ہے
تو اسی طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستخط کردئے -
جو کچھہ میں نے چاہا بلا توقف اللہ تعالی نے اسپر
دستخط کردئے اور اسی وقت میری آنکھہ کھل گئی
اور اس وقت میاں عبد اللہ سنوري مسجد کے حجرے
میں میرے پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے
سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر
بھی گرے ٭

খোদাতায়ালার সহিত আমার (মির্জ্জা ছাহেবের) সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি স্বহস্তে কয়েকটী ভবিষ্যদ্বাণী লিখিলাম, উহার মর্ম্ম এই ছিল যে, এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া চাই। তখন আমি দস্তখত করাইবার জন্য উক্ত কাগজগুলি খোদার সম্মুখে পেশ করিলাম। আল্লাহতায়ালা বিনা-দ্বিধা লাল মসির কলম দ্বারা উহার উপর দস্তখত করিলেন এবং দস্তখত করার সময় কলম ঝাড়িয়া লইলেন, যেরূপ কলমে অধিক কালি আসিলে, ঐরূপ ঝাড়িয়া ফেলিয়া থাকেন, তৎপরে দস্তখত করিলেন। আমি যাহা ইচ্ছা করিলাম, আল্লাহ অবিলম্বে উহার উপর দস্তখত করিলেন। এমতাবস্থায় আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই সময় মছজিদের হোজরাতে মিয়া আবদুল্লাহ ছুনওয়ারি আমার পা দাবাইতে ছিলেন, তাহার সমক্ষে অদৃশ্য স্থান হইতে লাল মসির বিন্দু সকল আমার পিরহানে ও তাহার টুপিতে পড়িল।" জনাব, খোদা কি কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় যে, মির্জ্জা ছাহেব যাহাই পেশ করিবেন, তাহাতেই দস্তখত করিবেন? মির্জ্জা ছাহেবের খোদা কি পরিমাণ কালির দরকার তাহা কি অবগত নহেন, এমন কি দরকারের বেশী

কালি লইয়া অপব্যয় করিলেন? তিনিকি অন্ধ যে, নিকটস্থ লোকের পিরাহান ও টুপি নষ্ট করিয়া দিলেন?

জনাব, মুছলমানদিগের খোদা এরূপ সাকার নহেন, ইহা শয়তানি কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। মির্জ্জা ছাহেব শয়তানকে খোদা ধারণা করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

১২। মির্জ্জা ছাহেব তোহফায় গোলাজরিয়ার ১৩০ পৃষ্ঠায় এবং আল-বোশরার ৭৬ পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন ;—

ہے رودر گوپال تیری استت گیتا میں ہے

তিনি 'লেক্‌চারে সিয়ালকোট'এর ৩৩ পৃষ্ঠায় উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

ایساہی میں راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں
جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں بڑا تھا - یا یوں
کہنا چاہئے کہ حقیقت روحانی کی رو سے میں وہی
ہوں - یہ میرے قیاس سے نہیں بلکہ وہ خدا جو زمین
و آسمان کا خدا ہے اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا -
خدا کا وعدہ تھا کہ آخر زمانہ میں اس کا یعنی کرشن
کا بروز یعنی اوتار پیدا کرے سو یہ وعدہ میرے ظہور
سے پورا ہوا *

"এইরূপ আমি রাজা কৃষ্ণের রূপে হইয়াছি যিনি হিন্দু মতের সমস্ত অবতারের মধ্যে বড়, কিম্বা এরূপ বলা উচিত যে, প্রকৃত আত্মিকরূপে আমি ঐ কৃষ্ণ, ইহা আমার আনুমানিক কথা নহে। বরং আছমান ও জমিনের খোদা ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। খোদার ইহা প্রতিশ্রুতি ছিল যে, (তিনি) শেষ জামানায় কৃষ্ণের অবতার পয়দা করিবেন, উক্ত প্রতিশ্রুতি আমার প্রকাশে পূর্ণ হইলে।"

এইরূপ তাতেম্মায়-হাকিকাতোল অহির ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। হিন্দুরা কৃষ্ণকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন, এই কৃষ্ণজি জন্মান্তর বাদের মতাবলম্বী ছিল, গীতার ২ অধ্যায় ১২।১৩ ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মির্জ্জা ছাহেব যখন কৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবি করিয়াছেন, তখন তাহার ন্যায় জন্মান্তর-বাদের মত ধারণ করিয়াছেন।

মির্জ্জা ছাহেব এস্তেহারে-একগলতিকা এজালা'তে লিখিয়াছেন ;—

بروزی طور پر وهي خاتم الانبياء هون اور خدا نے میرا نام محمد اور احمد رکھا هے اور مجھے انحضرت صلعم کا هی وجود قرار دیا هے ❋

আত্মিকভাবে আমি ঐ খাতেমোল আম্বিয়া হইতেছি, খোদা আমার নাম মোহাম্মদ ও আহমদ রাখিয়াছেন এবং আমাকে আঁহজরত (ছাঃ) এর ওজুদ স্থির করিয়াছেন।" হাকিকাতোন্নবুয়ত ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিনি আইনায়-কামালাতে ইছলামের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و ظهر المسيح في مرأتى و تجلي حتى تخيلت ان قلبي و كبدي و عروقى و اوتارى ممتلئة من وجوده و وجودى قطعة من جوهر وجوده ❋

"মছিহ আমার দেহে প্রকাশিত হইয়া জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিলেন, এমন কি আমি ধারণা করিলাম যে, আমার অন্তর, হৃৎপিণ্ড, শীরা ও স্নায়ু সকল তাঁহার ওজুদ দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আমার দেহ তাহার মূল দেহের একাংশ।"

তিনি 'আলবোশরা'র ১।৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

آريون کا بادشاه آيا

"আর্য্যদিগের বাদশাহ আসিয়াছেন।"

তিনি 'হকিকাতোল-অহি'র ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

برهمن اوتار سے مقابلہ اچھا نہیں

"ব্রাহ্মণ অবতারের সহিত সংগ্রাম করা উত্তম নহে।"

মির্জ্জা ছাহেব নিজেই এজালাতোল-আওহামের ৪৭৫।৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, লোক মরিয়া কেয়ামতের পূর্ব্বে দুনইয়ায় আসিতে পারে না। আবার তিনি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ), হজরত ইছা (আঃ) ও কৃষ্ণের রুহ ও ওজুদ কিরূপে নিজের মধ্যে আনয়ন করিলেন? জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ খাঁটি হিন্দুয়ানি মত, মির্জ্জা ছাহেব কোর-আন ও হাদিছের শিক্ষা ত্যাগ করিয়া ও ইছলামের নির্ম্মল ঝরণা হইতে মুখ ফিরাইয়া জন্মান্তর-বাদিদিগের পদানুসরণ করিতে গেলেন এবং মক্কা শরিফ ত্যাগ করিয়া মথুরার দিকে মুখ করিলেন।

১৩। মির্জ্জা ছাহেব ফেরেশতাগণের খারিজি ওজুদের (বাস্তব অস্তিত্বের) কথা অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে নক্ষত্ররাজির আত্মা বলিয়া ধারণা করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, ফেরেশতাগণ কখনও জমিনে আগমন করেন না।

তিনি তওজিহোল-মারামের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

جس طرح آفتاب اپنے مقام پر هے اور اس کی گرمي اور روشنی زمین پر پهیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کے هر ایک چیز کو فائده پہنچاتي هے - اسی طرح روحانیت سماویہ خواہ ان کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور وید کي اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں یا نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائکۃ اللہ کا ان کو لقب

دین در حقیقت یه عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ھے ●

"যদ্রূপ সূর্য্য নিজের স্থানে থাকে এবং উহার তাপ ও আলোক জমিতে ছড়াইয়া পড়িয়া নিজের খাছিয়তগুলির অনুপাতে জমির প্রত্যেক বস্তুর উপকার করিয়া থাকে, এইরূপ আছমানি রুহগুলি হয় ইহাদিগকে ইউনিয়ানদিগের ধারণা অনুসারে আছমানি জীবাত্মা বলেন, হয় দাছাতির ও বেদের ব্যবহার অনুসারে নক্ষত্র-গুলির আত্মা নামে অভিহিত করেন, কিম্বা নিতান্ত সোজা ও মোয়াহ্বেদানা ভাবে 'মালায়েকাতোল্লাহ' উপাধিতে বিভূষিত করেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তুগুলি নিজ নিজ স্থানে স্থিতিশীল আছে।"

তওজিহোল-মারাম, ৫৩৫৫ পৃষ্ঠা ;—

وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات کے لئے جان کا ھی حکم رکھتے ھیں اور ان سے ایک لحظہ کے لئے جدا نہیں ھو سکتے - ان کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کرسکتے ھیں ●

"উক্ত নুরাণি নাফ্‌ছগুলি নক্ষত্রগুলির প্রাণ-স্বরূপ এবং এই নফছগুলি উক্ত নক্ষত্রগুলি হইতে এক নিমেষের জন্য বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহাদিগকে নক্ষত্রগুলির আত্মা নামে অভিহিত করিতে পারি।

উক্ত কেতাব, ৫২ পৃষ্ঠা ;—

ملائکہ اپنے وجود کے ساتھہ کبھی زمین پر نہیں اترتے - ملک الموت زمین پر نہیں اترتا - فرشتے اپنے مقررہ مقام سے ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ھوتے ●

"ফেরেশতাগণ নিজের ওজুদের সহিত কখনও জমিতে নামিয়া আসেন না। মালাকোল-মওত জমিতে নামিয়া আসেন না। ফেরেশতাগণ নিজেদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে এক বিন্দু পরিমাণ অগ্র-পশ্চাতে যাননা।"

উক্ত কেতাব, ৬৫ পৃষ্ঠা ;—

دنیا میں جس قدر تم تغیرات و انقلابات دیکھتے ھو یا جو کچھہ ممکن قوۃ سے حیز فعل میں آتا ھے یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوب تک پہنچتے ھیں ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رھي ھے - جبرئیل کا تعلق آسمان کے ایک نہایت روشن نیر (آفتاب) سے ھے ✱

"ছুন্ইয়াতে তোমরা যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন ও অবস্থার বিপর্য্যয় দেখিতেছ, কিম্বা যে কোন সম্ভব বিষয় অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব বিশিষ্ট হয়, অথবা যে পরিমাণ আত্মা ও জেছম (আকারধারী বিষয়) নিজের বাঞ্ছিত লেয়াকাতের (যোগ্যতার) নিকট উপস্থিত হয়, এই সমস্তের উপর আছমানি তাছিরাত কার্য্য করিয়া থাকে। জিবরাইলের সম্বন্ধ আছমানের এক অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্কের (সূর্য্যের) সহিত রহিয়াছে।"

মির্জ্জা ছাহেব জ্ঞানের বহির্ভূত কোন বিষয় দেখিলেই আতঙ্কিত হইয়া থাকেন, এই হেতু তিনি ইছলামের সমস্ত জরুরি বিষয় অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে চাহেন, কাজেই নক্ষত্রোপাসকদিগের ও পৌত্তলিকদিগের কেতাবের জ্ঞানানুমোদিত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এস্থলে বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানের মতটী উদ্ধৃত করিয়া মির্জ্জা ছাহেবের মতের অসারতা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি।

বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মাণ, ফ্রান্স ও আমেরিকা ইত্যাদির জ্যোতিষ তত্ববিদ্গণ দূরবীনের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগুলি আছমান ও জমিনের ন্যায় কতকগুলি স্তররূপে রহিয়াছে, উহাদের কতকের মধ্যে আবাদিও আছে। বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে আবাদি থাকার কথা তাহাদের নিকট প্রায় সপ্রমাণ হইয়াছে, বরং মির্জ্জা ছাহেব ছোরমায় চশমে-আরিয়ার ১৭৩ পৃষ্ঠায় চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে আবাদি থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

এই নূতন দর্শন ও বিজ্ঞানের এবং মির্জ্জা ছাহেবের নিজের স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে ফেরেশ্তাদিগকে নক্ষত্রমালার আত্মা বলা হাস্যজনক বিষয় নহে কি?

ইউরোপের বিদ্বানগণ ও প্রফেছারগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রমালা, উল্কাপিণ্ড ইত্যাদি আছমানী জ্যোতিষ্মণ্ডলী লৌহ, কাঁসা, গন্ধক, মগনিশিয়া, চূণ, এলোমনিয়াম, পোটাশ, ছোডা, তাঁবা, কার্বন ইত্যাদি বিষয় হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ডাক্তার ছিরিপকনেশ প্রণীত মোরানিয়া জিয়ালোজি দ্রষ্টব্য। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, উপরোক্ত জড় পদার্থগুলির কোন আত্মা নাই—যাহা ফেরেশ্তাগণ নামে অবিহিত হইতে পারে।

মির্জ্জা ছাহেব বারাহিনে আহমদীয়ার ৩৯২।৩৯৩ পৃষ্ঠায় হিন্দুদিগের উপর এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তাহারা ৩৩ কোটী দেবতাকে উপাসনা কার্য্যে খোদার শরিক স্থির করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি ফেরেশ্তাগণকে নক্ষত্রগুলির আত্মা ধারণা করিয়া বলিতেছেন, দুনইয়ার সমস্ত কার্য্যই নক্ষত্রমালার তাছিরে ঘটিয়া থাকে।

হিন্দুরা ৩৩ কোটী দেবতাকে উপাসনা কার্য্যে খোদার শরিক করিয়াছেন, আর মির্জ্জা ছাহেব অসংখ্য নক্ষত্রগুলিকে সৃষ্টিকার্য্যে

তাঁহার শরিক করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেবের মোশরেকি শিক্ষা জ্ঞান ও প্রকৃত ঘটনার বিপরীত।

মির্জ্জা ছাহেব কোর-আন ও হাদিছ মান্য করিয়া থাকেন, কাজেই এস্থলে কয়েকটী আয়ত ও হাদিছ পেশ করিতেছি ;—

কোর-আন ছুরা-মুলক,

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

নিশ্চয়ই আমি নিম্ন আছমানকে প্রদীপ-সমুহ (নক্ষত্রমালা) দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি।”

আরও কোর-আন,

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

“লোকে নক্ষত্রের দ্বারা পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

আরও কোর-আন ছুরা মোলক ;—

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

“আমি নক্ষত্রগুলিকে শয়তানগুলির আঘাতস্বরূপ স্থির করিয়াছি।” খোদাতায়ালা নক্ষত্রগুলির সৃষ্টির উপরোক্ত তিনটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা গেল যে, দুনইয়ার সমস্ত কার্য্য নক্ষত্রমালার তাছিরে হওয়ার দাবি মোশরেকি আকিদা।”

কোর-আন ছুরা হুদ, ৭ রুকু ;—

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا - - - - سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

“এবং যে সময় আমার রাছুলগণ (ফেরেশতাগণ) লুতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের জন্য দুঃখিত

হইলেন এবং তাঁহাদের জন্য ক্ষুব্ধমনা হইলেন এবং বলিলেন, এই দিবস সুকঠিন। এবং তাহার নিকট তাহার সম্প্রদায় তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া উপস্থিত হইল; এবং পূর্ব্বে তাহারা দুষ্কর্ম্ম সকল করিত। তিনি বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়, ইহারা আমার কন্যাগণ, ইহারা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ, অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অভ্যাগতদিগের সম্বন্ধে আমাকে লাঞ্ছিত করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুপথগামী পুরুষ নাই? তাহারা বলিল, সত্যই তুমি জানিয়াছ যে, তোমার কন্যাগণের প্রতি আমাদিগের কোন স্বত্ব নাই এবং আমরা যাহা চাহিতেছি, নিশ্চয় তুমি তাহা অবগত আছ। তিনি বলিলেন, যদি তোমাদের প্রতি আমার ক্ষমতা থাকিত, কিম্বা কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতাম, (তবে আমি তোমাদিগকে বিতাড়িত করিতাম)। ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে লূত, নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত, কখনও তাহারা তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না, অতএব তুমি রাত্রির একভাগে নিজের পরিজনদিগকে লইয়া চলিয়া যাও এবং তোমার স্ত্রী ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পশ্চাতের দিকে না দেখে, নিশ্চয় উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি যাহা ঘটিবে, ঐ স্ত্রীর প্রতি তাহা ঘটিবে। তাহাদের নির্দ্ধারিত কাল প্রাতঃকাল, প্রাতঃকাল কি নিকটে নয়? তৎপরে যখন আমার আদেশ উপস্থিত হইল, আমি উক্ত শহরের উপরি অংশকে নিম্নে করিলাম এবং আমি উহার উপর মৃত্তিকাজাত অগ্নি পরিপক্ক প্রস্তর সকল বর্ষণ করিলাম।

ছুরা জারিয়াত, ২ রুকু :—

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ...

اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ●

"তোমার নিকট এবরাহিমের মহৎ মেহমানগণের কাহিনী উপস্থিত হইয়াছে কি? যে সময় তাঁহারা তাঁহার নিকট দাখিল হইয়া ছালাম বলিলেন, তিনি বলিলেন, ছালাম, অপরিচিত দল। তৎপরে তিনি নিজের পরিজনের দিকে চুপে চুপে চলিয়া গেলেন; তৎপরে বলিষ্ঠ গো-বৎস আনিলেন এবং তাহাদের নিকট উহা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কি খাইতেছ না? তৎপরে তাহাদিক্ হইতে অন্তরে ভয় পাইলেন। তাহারা বলিলেন, তুমি ভয় করিও না এবং তাঁহারা তাহাকে একজন বিজ্ঞ পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করিলেন, তৎপরে তাঁহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে আসিলেন এবং নিজ কপোলে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, বৃদ্ধা বন্ধা। তাঁহারা বলিলেন, এইরূপ তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি কৌশলময় জ্ঞানময়।"

ছুরা আল্-এমরাণ, ১৩ রুকু;—

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ .... مُسَوِّمِيْنَ

"যে সময় তুমি ইমানদারদিগকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে না যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র ফেরেশতা নাজিল করিয়া তোমাদের সাহায্য করেন, হাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং পরহেজগারি কর, এবং তাহারা অতি সত্বর তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে পাঁচ সহস্র চিহ্ন বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন।"

ছুরা মরয়েম, ২ রুকু:—

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا .... قَالَ اِنَّمَا

اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝

"তৎপরে আমি আমার রুহকে (জিবরাইলকে) উক্ত মরয়েমের নিকট প্রেরণ করিলাম, ইহাতে সুন্দর যুবক মনুষ্যের রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমা হইতে রহমানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি—যদি তুমি পরহেজগার (খোদাভীরু) হও। তিনি বলিলেন, আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ব্যতীত নহি, এইহেতু যে, তোমাকে পবিত্র পুত্র দান করিব।"

প্রথম স্থলে ফেরেশতাগণ হজরত লুত (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং আগামী প্রভাতে সমস্ত পল্লী ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, এই সমস্ত কি নক্ষত্র গুলির আত্মার কার্য্য ?

দ্বিতীয় স্থলে ফেরেশতাগণ হজরত এবরাহিম (আঃ) এর গৃহে অতিথিরূপে আগমন করিয়াছিলেন, ইনি তাহাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ভক্ষণ করেন নাই এবং তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করার শুভ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা কি নক্ষত্রমালার আত্মার কার্য্য ?

তৃতীয় স্থলে হজরত নবি (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে ৩ সহস্র ফেরেশতা নাজিল হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, অবশেষে ৫ সহস্র চিহ্ন বিশিষ্ট ফেরেশতা সাহায্যার্থে নাজিল হওয়ার কথা আছে, ইহা কি নক্ষত্রমালার রুহের কার্য্য ?

চতুর্থ স্থলে হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরত মরয়ম (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন, ইহা কি নক্ষত্র মালার আত্মার কার্য্য ?

কোর-আন শরিফে ফেরেশতাগণের হজরত আদম (আঃ)কে ছেজদা করার কথা আছে।

মেশকাত, ১১ পৃষ্ঠা ;—

হজরত জিবরাইল (আঃ) নবি (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইমান, ইছলাম ও এহছাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, হজরত বলিয়াছিলেন, فانه جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم

"ইনি জিবরাইল, তোমাদিগকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিবার মানসে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।"

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم بدر هذا جبرائیل اخذ براس فرسه علیه امارات الحرب *

"এবনো-আব্বাছ (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বদরের যুদ্ধের দিবস বলিয়াছিলেন, ইনি জিবরাইল নিজের ঘোড়ার মস্তক ধরিয়া রহিয়াছেন, "তাঁহার উপর যুদ্ধের চিহ্নসকল রহিয়াছে।"

কোর-আন ও বাইবেলে আছে, হজরত জিবরাইল (আঃ) ঘোড়ার উপর আরোহন করিয়া ফেরয়াওনের সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিলেন।

হজরত জিবরাইল (আঃ) দুই দিবস রাছুলের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শিক্ষা দিয়াছিলেন। রমজান মাসে নবি (ছাঃ) কে সম্পুর্ণ কোর-আন পড়িয়া শুনাইতেন। এই সমস্ত কি নক্ষত্রমালার রুহের কার্য্য? ফেরেশতাগণ নিজ নিজ স্থান হইতে এক বিন্দু অগ্র পশ্চাৎ না হইলেই, এই সমস্ত কার্য্য হইলে কিরূপে?

খোদা-ভীরু মোছলমানেরা কোর-আন ও হাদিছের শিক্ষা ত্যাগ করিয়া মির্জ্জা ছাহেবের অনুসরণে নক্ষত্রোপাসকদের বাতীল মত গ্রহণ করিবেন না।

১৪। মির্জ্জা ছাহেবের কেতাব ও এলহামগুলিতে প্রথম হইতে নিজের নবি ও রাছুল হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি দুন্‌ইয়াদারি পলিসির উদ্দেশ্যে উক্ত শব্দদ্বয়ের অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজেকে জিল্লি, বরুজি, গর-হকিকি নবি নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদিও তিনি প্রথম নবুয়তের দাবিদারকে লা'নতি, কাফের, দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী, জালছাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেন এবং আয়তে খাতেমোন্নবিয়িন ও হাদিছ لا نبي بعدى 'লানাবিয়া বা'দি' এর এইরূপ অর্থ করিতেন যে, হজরত মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর পরে কোন নবি ও রাছুল হইতে পারে না, কিন্তু ইংরাজি ১৯০১ সালে 'এক গলতি কা এজালা' ایک غلطی کا ازالہ নামক একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া নবুয়তের অপরিপক্ক ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে স্পষ্টাক্ষরে নবুয়তের দাবি করিয়া বসিলেন, এস্থলে তিনি নবুয়তের সহিত মাজাজি مجازی উম্মতি امتی ইত্যাদি কোন শর্ত্ত যোগ করেন নাই। ইংরাজি ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ্চের বদর পত্রিকা এবং ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখের আখবারে আ'ম পত্রিকায় প্রেরিত পত্র ও হকিকাতোন্নবুয়ত, ২৬১—২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তিনি স্পষ্টভাবে এইরূপ দাবি করার পরেই খোদার কোপ তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

মির্জ্জা ছাহেবের ভক্তেরা নবুয়ত সম্বন্ধে লাহুরি ও কাদিয়ানি এই দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, প্রথম দল তাঁহাকে আসল নবি বলিয়া মানেন না, বরং বরুজি, জিল্লি ও মাজাজি গর-হকিকি নবি বলিয়া স্বীকার করেন, এই দল মির্জ্জা ছাহেবের প্রথম জামানার কথাগুলি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দল বলেন, মির্জ্জা ছাহেব ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত নিজের নবী হওয়ার কথা অনবগত ছিলেন। ১৯০২ সালে নিজের নবী হওয়া অবগত

হইতে পারিয়াছিলেন, হকিকাতোন্নবুয়ত, ১২২।১২৫।১২৮ পৃষ্ঠা ও আলকওলোল-ফাছল, ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাতে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেব ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত নিজের নবুয়তের এনকারকারী ছিলেন, অথচ নবী নিজের অহির উপর প্রথম বিশ্বাসকারী হইয়া থাকেন। কাদিয়ানি দলের নেতা মির্জ্জা ছাহেবের পুত্র মির্জ্জা মাহমুদ ছাহেব নবুয়তকে এরূপ অবারিত দ্বার করিয়াছেন যে, বিগত ১৩০০ সালের সমস্ত নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারের সত্য নবী হওয়া প্রতিপন্ন হইয়া যায়, ভবিষ্যতে তাহাদের দলের নবী হওয়ার সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে।

তাহাদের দলের মৌলবী চেরাগদ্দীন জামাবি, মৌলবী আবদুল্লাহ তিমাপুরী, মহারাজকির মিয়া নবিবখশ ও আবদুল লতিফ গনাচুরি নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

মির্জ্জা ছাহেব কেবল প্রতিশ্রুত মছিহ ও নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর পূর্ণ অনুসরণ করার জন্য আমার এই দরজা লাভ হইয়াছে এবং আমার ওজুদ ও হজরত নবি (ছাঃ) এর ওজুদ একই হইয়া গিয়াছে। হকিকাতোন্নবুয়ত ২৬২-২৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিনি নজুলোল-মছিহ কেতাবের ৯৯।১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

آدمم نیز احمد مختار - در برم جامۂ همہ ابرار -
آنچہ دادست ہر نبی را جام - داد آن جام را مرا بتمام -
انبیا گرچہ بودہ اند بسی - من بعرفان نہ کمترم زکسی
کم نیم زان همہ بروی یقین - ہر کہ گوید دروغ
هست و لعین ٭

১। "আমি আদম এবং খোদার মনোনীত আহমদ হইতেছি, আমার শরীরে সমস্ত সাধকের বস্ত্র আছে।

২। আল্লাহ প্রত্যেক নবিকে যে পাত্র প্রদান করিয়াছেন, আমাকে তৎসমস্ত পাত্র প্রদান করিয়াছেন।

৩। নবিরা যদিও বহু সংখ্যক ছিলেন, তথাচ আমি মা'রেফাতে (তাঁহাদের) কাহারও অপেক্ষা কম নহি।

৪। আমি নিশ্চয় তৎসমস্ত নবি হইতে কম নহি। যে কেহ কম) বলে, সে মিথ্যাবাদী ও লানতি

তিনি তিরইয়াকোল-কুলুবের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا - منم محمد
ومنم احمد کہ مجتبی باشد ❋

"আমিই জামানার মছিহ, আমিই খোদার কলিম, আমিই মোহাম্মদ, আমিই আহমদ মোজতবা।"

মির্জ্জা ছাহেব হাকিকাতোল-অহির ৭২ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন ;—

خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام
کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف
منسوب کئے ہیں میں آدم ہوں - میں شیث ہوں -
میں نوح ہوں - میں ابراہیم ہوں - میں اسحق ہوں
میں اسمعیل ہوں - میں یعقوب ہوں - میں یوسف
ہوں - میں موسی ہوں - میں داؤد ہوں - میں عیسی
ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں
مظہر اتم ہوں یعنی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں ❋

"খোদাতায়ালা আমাকে সমস্ত নবীর অবতার স্থির করিয়াছেন এবং আমাকে সমস্ত নবীর নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমি আদম হইতেছি, আমি শিছ, আমি নূহ, আমি এবরাহিম, আমি

এছহাক, আমি এছমাইল, আমি ইয়াকুব, আমি ইউছফ, আমি মুছা, আমি দাউদ, আমি ইছা এবং আমি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নামের পূর্ণ বিকাশ স্থল (পূর্ণ অবতার)—অর্থাৎ জিল্লিভাবে মোহাম্মদ ও আহমদ হইতেছি।"

তিনি বারাহিনে-আহমদীয়ার ৫ম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;–

اس زمانه میں خدا نے چاها که جس قدر نیک اور راستباز مقدس نبي گذر چکے هیں ایک هی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاهر کئے جائیں سووہ میں هوں *

"এই জামানায় খোদা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, যত সংখ্যক নেক এবং সত্যপরায়ণ নবী গত হইয়াছেন, তৎসমস্তের নমুনা একজনের ওজুদে প্রকাশিত হয়, আমি সেই ওজুদ।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেব সমস্ত নবি, এমন কি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

লাহুরি দল বলেন যে, মির্জ্জা ছাহেব প্রকৃত (হকিকি) নবি হওয়ার দাবি করেন নাই, ইহার অসারতা উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায়, কারণ যে ব্যক্তি প্রকৃত নবি না হয়, সে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকৃত নবিদের তুল্য বা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম হইবে কিরূপে ?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;–

اینک منم که حسب بشارات آدم - عیسی کجا ست
تا بنهد پا بمنبرم *

"এই সময় আমি সুসংবাদ অনুযায়ী আগমন করিয়াছি, ইছা কোথায় যে, আমার মিম্বরে পা রাখেন ?"

তিনি দাফেয়োল-বালা পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو - اس سے بڑھکر غلام احمد ھے ❋

"এবনো-মরয়েমের আলোচনা ত্যাগ কর, গোলাম আহমদ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।"

তিনি হকিকাতোল-অহির ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھکر ھے

"খোদা এই উম্মতের মধ্য হইতে (মির্জ্জা ছাহেবকে) প্রতিশ্রুত মছিহ রূপে প্রেরণ করিয়াছেন—যিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বকার মছিহ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেব নিজেকে হজরত ইছা (আঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন, যখন তিনি হকিকি নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তিনি 'মাজাজি' (অপ্রকৃত) নবি হওয়ার দাবি করেন নাই, বরং প্রকৃত (হকিকি) নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

হকিকাতোল-অহি, ১৭৯ পৃষ্ঠা ;—

دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اسکو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ھے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ھے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ھے پس اسلئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ھے کافر ھے ❋

"দ্বিতীয় কোফর এই যে, উক্ত ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মছিহকে মানে না এবং প্রমাণ পূর্ণ করা সত্ত্বেও তাহাকে মিথ্যাবাদী জানে, যাহাকে মান্য করা ও সত্য জানা সম্বন্ধে খোদা ও রাছুল তাকিদ করিয়াছেন এবং প্রাচীন নবিগণের কেতাব সমূহে তাকিদ পাওয়া যায়, যেহেতু সে ব্যক্তি খোদা ও রাছুলের হুকুমের এনকারকারী, এই হেতু সে কাফের।"

যদি মির্জ্জা ছাহেব হকিকি (প্রকৃত) নবী হওয়ার দাবি না করিতেন, তবে নিজের এনকারকারীকে কাফের বলিলেন কেন ?

তিনি আঞ্জামে-আথামের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

الهامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ھے کہ یہ خدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کیطرف سے آیا ھے جو کچھہ کہتا ھے اسپر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ھے ❋

"এলহামগুলিতে আমার সম্বন্ধে বারম্বার বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইনি খোদার প্রেরিত, খোদার আদেশ প্রাপ্ত, খোদার আমিন (বিশ্বাসী) এবং খোদার পক্ষ হইতে আগত, তিনি যাহা কিছু বলেন, তোমরা উহার উপর ইমান আন এবং তাহার শত্রু জাহান্নামী." যদি তিনি হকিকি নবী হওয়ার দাবি না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ কথা বলিবেন কেন ?

এ'জাজে-আহমদী, ৭ পৃষ্ঠ ;—

مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ھے اور توھی اس آیت کا مصداق ھے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ❋

'আমাকে অবগত করান হইয়াছে যে, তোমার (মির্জ্জা ছাহেবের) সংবাদ কোর-আন ও হাদিছে বর্ত্তমান আছে, আর তুমি এই আয়তের লক্ষ্যস্থল—"তিনিই নিজের রাছুলকে হেদাএত ও সত্য দীনের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, এইহেতু যে, তিনি উক্ত দীনকে সমস্ত দীনের উপর পরাক্রান্ত করেন।"

৩ নম্বর আরবাইন, ৩৩ পৃষ্ঠা ;—

خدا وهي خدا هے جس نے اپنا رسول هدايت اور دين حق كے ساتهه بهيجا تا كه اس دين كو تمام دينون پر غالب كرے *

"খোদা ঐ খোদা যিনি নিজের রাছুলকে হেদাএত ও সত্য দীনের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তিনি এই দীনকে সমস্ত দীনের উপর প্রবল করেন।"

৪ নম্বর আরবাইন, ৭ পৃষ্ঠা ;—

يه بهي تو سمجهو كه شريعت كيا چيز هے جس نے اپني وحي كے ذريعه سے چند امر اور نهي بيان كئے اور اپني امت كے لئے ايک قانون مقرر كيا وهي صاحب الشريعت هو گيا - پس اس تعريف كے روسے بهي همارے مخالف ملزم هين كيونكه ميري وحي مين امر بهي هين اور نهي بهي مثلا يه الهام قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم - ذلک ازكي لهم *

"তোমরা ইহাও বুঝিয়া রাখ যে, শরিয়ত কোন্ বস্তু? যে ব্যক্তি নিজের অহির দ্বারা কতকগুলি আদেশ নিষেধ বর্ণনা করিয়াছেন এবং নিজের উম্মতের জন্য একটী কানুন স্থির করিয়াছেন, তিনিই শরিয়ত-প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। এই ব্যাখ্যার

হিসাবে আমার প্রতিপক্ষ নিরুত্তর হইবেন, কেননা আমার অহিতে আদেশ আছে এবং নিষেধ আছে, যথা এই এলহাম—"তুমি ইমানদারগণকে বল, তাহারা নিজেদের চক্ষু ঢাকিয়া রাখেন এবং নিজেদের গুপ্তাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ইহা তাহাদের জন্য সমধিক পবিত্রতাকারী।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, মির্জ্জা ছাহেব শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবী হওয়ার দাবি করিয়াছেন। আরও তিনি যে আয়তটী নিজের নবী হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন, উহা আমাদের হজরত (ছাঃ)এর জন্য কথিত হইয়াছে, উহা হকিকি নবির সম্বন্ধেই কথিত আছে।

মির্জ্জা ছাহেব তোহফায়-গোলড়াবিয়ার ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক ৩ সহস্র মো'জেজা প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিনি তাতেম্মায়-হকিকাতোল-অহির ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں *

"উক্ত খোদা আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বৃহৎ বৃহৎ মো'জেজা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ৩ লক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।"

বারাহিনে-আহমদিয়া, ৫ম খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা ;—

وہ اسقدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہونگے *

"উহাতে এতগুলি মো'জেজা সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, ১০ লক্ষ হইতে অধিক হইবে।"

ইহাতে মির্জ্জা ছাহেব নিজের ১০ লক্ষ মো'জেজার দাবি রুখিয়াছেন।

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব নিজেকে হজরত নবি (ছাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

তিনি 'জমিমায়-নজুলোল-মছিহ কেতাবের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

له خسف القمر المنير و ان لي - غسا القمران المشرقان اتنكر *

"উক্ত নবি (ছাঃ)এর জন্য উজ্জ্বল চন্দ্রের গ্রহণ হইয়াছিল, আর আমার জন্য উজ্জ্বল চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হইয়াছিল, তুমি ইহা কি এনকার করিতেছ ?"

হজরতের চন্দ্র দ্বিখণ্ড হওয়াকে চন্দ্রগ্রহণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে নিজেকে হজরত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

তিনি হকিকাতোল-অহির ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا *

"আছমান হইতে কয়েকটা সিংহাসন নামিয়াছে, কিন্তু তোমার সিংহাসন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে বিছান হইয়াছে।

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব নিজের হজরত নবি (ছাঃ) এবং সমস্ত নবী হইতে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

তিনি এস্তেফতার ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و اتاني مالم يؤت احد من العالمين

"এবং উক্ত খোদা আমাকে এইরূপ দরজা দিয়াছেন—যাহা জগদ্বাসিদিগের মধ্যে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।"

যদি মির্জ্জা ছাহেব হকিকি নবি হওয়ার দাবি না করিতেন, তবে তিনি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিতেন না।

৪ নম্বর আরবাইন, ২৫ পৃষ্ঠা ;—

مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ
توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر *

"আমার নিজের অহির উপর এইরূপ ইমান আছে—যেরূপ তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোর-আন করিমের উপর।"

হকিকাতোল-অহি, ২১১ পৃষ্ঠা ;—

میں خدا تعالی کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ میں
ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن
شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں
قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا
ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے
خدا کا کلام یقین کرتا ہوں *

"আমি খোদাতায়ালার কছম করিয়া বলিতেছি যে, আমি এই এলহামগুলির উপর এইরূপ ইমান আনিয়া থাকি, যেরূপ কোর-আন শরিফ ও খোদার অন্যান্য কেতাবের উপর (ইমান আনিয়া থাকি), আমি যেরূপ কোর-আন শরিফকে নিশ্চিতরূপ এবং অকাট্য ভাবে খোদার কালাম জানি, সেইরূপ যে কালাম আমার উপর নাজিল হইয়া থাকে, উহা খোদার কালাম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি।"

যদি মির্জ্জা ছাহেব হকিকি নবি হওয়ার দাবি না করিতেন, তবে নিজের মনগড়া এলহাম ও অহিগুলি কোর-আনের তুল্য অকাট্য খোদার কালাম বলিয়া দাবি করিতেন না।

১৫। কোর-আন ও হাদিছের উপর মির্জ্জা ছাহেবের ইমান আনার অবস্থা ;—

মির্জ্জা ছাহেব একজন অপরিচিত লোকের রেওয়াএতে একজন মজজুবের ৩০।৩১ বৎসর পূর্ব্বের কাশফের কথা এজালাতোল-আওহামের ৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

میں قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لئے آیا ہوں جو تفسیروں کے وجہ سے واقعہ ہوگئی ہے *

"আমি কোর-আনের ভ্রমগুলি বাহির করার জন্য আসিয়াছি, যাহা তফছির সমূহের জন্য সংঘটিত হইয়াছে।"

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قرآن زمین سے اٹھہ گیا تھا - میں قرآن کو آسمان پر سے لایا ہوں *

"কোর-আন জমি হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, আমি কোর-আনকে আছমান হইতে আনিয়াছি।"

১৩ শতাব্দীর অধিক হইতে চলিল, কেহই কোর-আন শরিফের ভ্রম প্রমাণ করিতে সক্ষম হইল না, আর মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের ভ্রম বাহির করিলেন, ইহা কি ইমানদার লোকের কথা হইতে পারে ?"

কোর-আন শরিফের ছুরা হেজরে আছে ;—

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ

"নিশ্চয় আমি কোর-আন নাজিল করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমি উহার রক্ষক।"

খোদার এই ওয়াদা অনুসারে কোর-আন কেয়ামত অবধি দুনইয়ায় থাকিবে, কাজেই কোর-আন আছমানে উঠিয়া যাওয়ার দাবি একেবারে বাতীল। মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব

تفছিরে-আজিজির ৩০১ পৃঃ ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق এই আয়তের অর্থে লিখিয়াছেন ;—"তোমরা সত্যকে বাতিলের সহিত মিশ্রিত করিও না, অথচ তোমরা সত্য গোপন করিতেছ।"

কোর-আনের অর্থ নিজের নফছের কামনা অনুসারে গ্রহণ করা, আয়তের অগ্র-পশ্চাতের খেয়াল না করা এবং সর্ব্বনাম (ضمير)কে 'করিনা'র (ভাব লক্ষণের) খেলাফ অন্য দিকে ফিরান, ইহাই ভ্রান্ত দলেরা করিয়া থাকে।

মির্জ্জা ছাহেব ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এবং মহা মহা অলিগণের তফছিরেরর বিপরীতে মনগড়া অর্থ প্রকাশ করিয়া কোর-আনের গুপ্ততত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কোর-আনের প্রকৃত অর্থ একরূপ, আর তিনি উহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মগৌরব করিয়া থাকেন। ইহা কোর-আনের অর্থ তহরিফ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি এজালাতোল-আওহামের ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اسي روز كشفي طور پر ميں نے ديكها كه ميرے بهائي صاحب مرحوم مرزا غلام قادر ميرے قريب بيٹهكر باواز بلند قرآن شريف پڑه رهے هيں اور پڑهتے پڑهتے انهوں نے ان فقرات كو پڑها كه انا انزلناه قريبا من القاديان تو ميں نے سنكر بهت تعجب كيا كه كيا قاديان كا نام بهي قرآن شريف ميں لكها هوا هے تب انهوں نے كها كه يه ديكهو لكها هوا هے تب ميں نے جو نظر ڈالكر جو ديكها تو معلوم هوا كه في الحقيقت قرآن شريف كے دائيں صفحه ميں شايد قريب نصف كے موقعه پر يهي الهامي عبارت لكهي هوئي موجود هے تب ميں نے دل ميں كها

کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے *

"সেই দিবস কাশফে আমি দেখিলাম যে, আমার ভাই মির্জ্জা গোলাম কাদের মরহুম ছাহেব আমার নিকট বসিয়া উচ্চশব্দে কোর-আন শরিফ পড়িতেছেন এবং পড়িতে পড়িতে তিনি এই শব্দগুলি পড়িলেন ;—

انا انزلناه قریبا من القادیان

"আমি উহা কাদেয়ানের নিকট নাজিল করিয়াছি।" আমি ইহা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, কি কাদেয়ান নামটি কোর-আন শরিফে লিখিত আছে, তখন তিনি বলিলেন, এই দেখ লিখিত আছে। তখন আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ইহাতে জানা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে কোর-আন শরিফের ডাহিন পৃষ্ঠায় সম্ভবতঃ অর্দ্ধেকের নিকট এই এলহামি শব্দগুলি লিখিত আছে। সেই সময় আমি মনে মনে বলিলাম, হাঁ, প্রকৃত পক্ষে কাদেয়ান নামটী কোর-আন শরিফে লিখিত আছে।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেবের এলহাম ও কাশফ নাকি কোর-আনের তুল্য অকাট্য, কাজেই তিনি কোর-আন শরিফে এই শব্দটী যোগ করার দাবি করিয়া কোর-আন তহরিফ করিতে সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন।

মির্জ্জা ছাহেব বোজর্গ আলেমগণকে অতিরিক্ত গালিগালাজ করিয়াছেন, যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিত, তবে তিনি ইহার উত্তরে বলিতেন, কোর-আন শরিফে এইরূপ অশ্রাব্য গালিগালাজ আছে, যেন তিনি নিজের কথাগুলিকে খোদার কোর-আন বুঝিয়াছেন। এজালাতোল-আওহামের ৮৬।৮৭ পৃষ্ঠার হাশিয়া দ্রষ্টব্য।

আরবাইন ৪ নম্বর, ২৫ পৃষ্ঠা ;—

مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر ✽

"আমার নিজের অহির উপর এইরূপ ইমান আছে, যেরূপ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোর-আনে-করিমের উপর আছে।"

হকিকাতোল-অহি, ২১১ পৃষ্ঠা ;—

میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں ✽

"আমি খোদাতায়ালার কছম করিয়া বলিতেছি, আমি এই এলহামগুলির উপর এইরূপ ইমান আনিয়া থাকি, যেরূপ কোর-আন শরিফ এবং খোদার অন্যান্য কেতাবগুলির উপর (ইমান আনি), যেরূপ আমি কোর-আন শরিফকে অকাট্য ভাবে খোদার কালাম জানি, সেইরূপ আমার উপর অবতারিত এই কালামকে খোদার কালাম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি কোর-আনের উপর আস্থা স্থাপন করেন না। মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের মত মোশরেকি মত বলিয়া ধৃষ্টতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন।

কোর-আন ছুরা আল-এমরাণ, ৫ রুকু ;—

اَنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّیْ اَخْلُقُ لَكُمْ

مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ٭

হজরত ইছা (আঃ) এর কথা ;—

"নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি, সত্যই আমি তোমাদের জন্য কর্দ্দম হইতে পক্ষীর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া উহাতে ফুৎকার করিয়া থাকি, ইহাতে উহা আল্লাহতায়ালার অনুমতিতে পক্ষী হইয়া যায়।"

কোর-আনের উক্ত মতের সম্বন্ধে এজালাতোল-আওহামের ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بناکر اور ان میں پھونک مارکر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا بلکہ صرف عمل الترب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہوگیا تھا - یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی - بہر حال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم سے تھا اور وہ مٹی درحقیقت ایسی مٹی تھی جیسے سامری کا گوسالہ ٭

"এইরূপ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, বাতীল ও মোশরেকী যে, মছিহ মৃত্তিকার পক্ষী বানাইয়া এবং উহাতে ফুক দিয়া উহাকে প্রকৃত জন্তু বানাইয়া দিতেন, বরং ইহা কেবল মেছমেরিজম ছিল—যাহা আত্মার শক্তিতে উন্নত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে, মছিহ এইরূপ কার্য্য করার জন্য উক্ত পুষ্করিণীর মৃত্তিকা আনয়ন

করিতেন—যাহাতে জিবরাইলের তাছির স্থাপন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই মো'জেজা কেবল এক প্রকার ক্রীড়া ছিল এবং উক্ত মৃত্তিকা প্রকৃত পক্ষে মৃত্তিকাই ছিল, যেরূপ ছামিরির গো-বৎস।

আরও তিনি এজালাতোল-আওহামের ১৯৪।১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

وہ ۲۲ سال تک اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ نجاری کا کام کرتا رہا - اس پیشہ میں کلوں وغیرہ کا بنانا خوب آتا ہے - کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع دیدی ہو جو ایک کھلونا کل کو دبانے سے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر پرواز کرتا ہو *

"(হজরত) মছিহ ২২ বৎসর পর্য্যন্ত নিজের পিতা ইউছফ সূত্রধরের সহিত সূত্রধরের কার্য্য করিতেন, এই পেশাতে বিবিধ প্রকার কল প্রস্তুত করার খুব সুযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহা কিছু আশ্চয্য নহে যে, খোদাতায়ালা হজরত মছিহকে এরূপ বুদ্ধি-সঙ্গত নিয়ম অবগত করাইয়াছিলেন যে, কল দাবাইলে কিম্বা ফুৎকার করিলে, মৃত্তিকার পক্ষী উড়িয়া যাইত।"

পাঠক, কোর-আন শরিফে হজরত ইছা (আঃ) এর যে খোদার আদেশে মৃত্তিকার পক্ষীকে জীবিত করিয়া উড়াইয়া দিবার মো'জেজার কথা আছে, মির্জ্জা ছাহেব উহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহা একবার মেছমিরিজম, দ্বিতীয় বার পুরস্করণীয় মৃত্তিকার ক্রিয়া—যাহাতে জিবরাইল ফেরেশ্‌তার তাছির আছে, তৃতীয়বার কলের ক্রিয়া বলিয়া উক্ত মো'জেজা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বরং উহা শেরকি আ'কিদা

বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি কোর-আনের উপর কিছুতেই ইমান আনিতেন না।

তিনি এজলাতোল-আওহামের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اگر یہ عاجز اس عمل (مسمر یزم) کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالی کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نرھتا *

"যদি এই অক্ষম মেছমেরিজমকে দুষিত ও ঘৃনাহ´ না জানিত, তবে খোদার ফজল ও ক্ষমতায় প্রবল আশা রাখিত যে, বিস্ময়কর বিষয় প্রদর্শনে হজরত এবনে-মরয়েম অপেক্ষা কম থাকিত না।"

মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে হজরত ইছা (আঃ) এর মো'জেজাকে কুৎসিত ও ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম রাজি তফছিরে-কবিরে জাদুর কয়েক প্রকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, একদল লোক খেয়াল-ধারণা ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে করিতে উহা এরূপ প্রবল হইয়া পড়ে যে, তদ্দারা আশ্চয্য ঘটনাবলী প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা একপ্রকার জাদু।

দ্বিতীয় ভৌতিক আত্মাগুলির সাহায্যে আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাদুকরেরা আমলি তদ্‌বিরগুলির দ্বারা ভৌতিক আত্মাগুলির উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে যে, উহারা অনুগত ও বাধ্য হইয়া পড়ে।"

মূল কথা, জাদুতে জাদুকরদের আত্মিক প্রভাব থাকে এবং উহাতে ভৌতিক আত্মাগুলি অনুগত হইয়া পড়ে, ইহাকে 'মেছমেরিজম' বলা হয়। মেছমেরিজমের কেতাবগুলিতে এইরূপ

নিয়ম লিখিত আছে যে, উহাতে অভিপ্রেত ব্যক্তির আত্মা অনুগত হইয়া যায় এবং অস্বাভাবিক ও অপূর্ব্ব কার্য্য করিয়া দেখায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মেছমেরিজম এক প্রকার জাদু। মেছমার সাহেব উহাতে উন্নতি করিয়া এক স্বতন্ত্র জাদু-শাস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। এই মেছমেরিজম শিক্ষা লাভে করায়ত্ব হয়, এই হেতু ইহা অলৌকিক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, মো'জেজা হওয়া ত দূরের কথা, কেননা খোদাতায়ালা যে কার্য্যটী নিজের অসীম ক্ষমতা বলে কোন নবী কর্ত্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন যে, অন্য কোন লোক উক্ত কার্য্য করিতে সক্ষম না হয়। মেছমার সাহেবের পূর্ব্বে মেছমিরিজম আবিষ্কৃত হয় নাই, যদি মির্জ্জা ছাহেব ইতিহাস জানিতেন, তবে কখনও হজরত ইছা (আ:) এর কার্য্যকে মেছমিরিজম বলিয়া প্রকাশ করিতেন না।

মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে যেরূপ হজরত ইছা পয়গম্বরের মো'জেজাকে জাদু বলিয়া এবং তাঁহাকে জাদুকর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য নবীকে জাদুগির বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কোর-আন ছুরা বাকারা ;—

و ان قتلتم نفسا فادارأتم فيها و الله مخرج ما كنتم تكتمون - فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ●

এবনো-জরির রেওয়াএত করিয়াছেন, বনি-ইছরাইলদিগের মধ্যে একব্যক্তি নিঃসন্তান ছিল, তাহার বিপুল অর্থ ছিল, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল, সে উক্ত চাচাকে হত্যা করিয়া রাত্রিযোগে একজন লোকের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিতে লাগিল। তাহারা হজরত

মুছা (আ:) এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তিনি একটী গো-জবাহ করিতে বলিলেন, উহা জবাহ করা হইল, উহার একখণ্ড মাংস দ্বারা মৃতকে প্রহার করা হইল, অমনি সে জীবিত হইল। তাহারা বলিল, তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে; সে বলিল, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে হত্যা করিয়াছে। তৎপরে সে মরিয়া পড়িয়া গেল।—তঃ এবনো-কছির, ১। ১৮৩ পৃষ্ঠা ;—

মির্জ্জা ছাহেব এই আয়তের অর্থ বিকৃত করিয়া এজালাতোল-আওহামের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اس قصہ سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا - اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل الترب یعنے مسمریزم کا ایک شعبہ تھا ٭

"এই ঘটনা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে লাশের জীবিত হওয়া কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইহা একপ্রকার মেছমেরিজম ছিল।"

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব যেরূপ কোর-আনের আয়তকে অস্বীকার করিলেন, সেইরূপ হজরত মুছা (আঃ)কে জাদুকর বলিলেন, ইহা কি ইমানদারির লক্ষণ!

ছুরা বাকার, ১১ রুকু ;—

و آتينا عيسى ابن مريم البينت و ايدناه بروح القدس

"এবং আমি ইছাবেনে-মরয়েমকে নিদর্শন সমূহ (মো'জেজা সমূহ) প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে জিবরাইল দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলাম।"

ছুরা মায়েদা, ১৫ রুকু ;—

و تبرئ الاكمه و الابرص باذني و اذ تخرج الموتى باذني

"এবং (হে ইছা) তুমি জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে আমার হুকুমে সুস্থ করিয়া দিতে এবং যে সময় তুমি মৃতদিগকে আমার হুকুমে জীবিত করিতে।"

মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-আঞ্জামে আথাম, ৬।৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

عیسائیوں نے بہت سے آپکے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا * ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھہ کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو مگر آپکی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے - خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہونگے - اسی تالاب سے آپکے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے اور آپکے ہاتھہ میں سوا مکر اور فریب کے اور کچھہ نہیں تھا *

"খ্রীষ্টানেরা (হজরত) ইছা (আঃ) এর বহু মো'জেজা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাঁহার দ্বারা কোন মো'জেজা হয় নাই। ইহা সম্ভব যে, তিনি সাধারণ তদবিরের দ্বারা রাত্রিকানা ইত্যাদিকে সুস্থ করিতেন, কিম্বা অন্য কোন রোগীর ঔষধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট দোষে সেই জামানায় একটী জলাশয় ছিল যদ্দারা বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শন প্রকাশিত হইত। ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, তিনি উক্ত পুষ্করিণীর মৃত্তিকা

ব্যবহার করিতেন। এই পুষ্করিণী দ্বারা তাহার মো'জেজাগুলির পূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এই পুষ্করিণী দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যদি তাঁহার দ্বারা কোন মো'জেজা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে উহা তাঁহার নিজের মো'জেজা নহে, বরং উক্ত পুষ্করিণীর মো'জেজা। তাঁহার দ্বারা চক্র ও ধোকাবাজি ব্যতীত কিছু হয় নাই।"

নিরপেক্ষ পাঠক, এক্ষণে আপনি বুঝুন, মির্জ্জা ছাহেব কি কোর-আনের উপর ইমান আনিতেন, যদি তিনি উহার উপর ইমান আনিতেন, তবে তিনি স্পষ্ট কোর-আনের আয়তের বিপরীতে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না।

ছুরা আল-এমরান, ৫ রুকু :—

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ------- قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞

"যে সময় ফেরেশতাগণ বলিলেন হে মরয়েম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁহা হইতে (আগত) একটী বাক্যের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন, যাহার নাম মছিহ বেনে-মরয়েম। ....তিনি (মরয়েম) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার সন্তান হইবে, অথচ আমাকে কোন মনুষ্য স্পর্শ করে নাই;

আল্লাহ বলিলেন, ঐরূপ (বিনা পুরুষ সঙ্গমে সন্তান) হইবে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন সৃজন করেন। যে সময় তিনি কোন কার্য্য পূর্ণ করিতে চাহেন, উহাকে বলেন, তুমি হও, ইহাতে উক্ত বস্তু হইয়া যায়।"

ছুরা নেছা, ২৩ রুকু ;—

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ج أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ٭

"মছিহ ইছা বেনে মরয়েম ইহা ব্যতীত না হয় যে, আল্লাহ-তায়ালার রাছুল ও তাঁহার বাক্য, তিনি উক্ত বাক্যটী মরয়েমের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে একটী রুহ।"

ছুরা আল্-এমরান, ৬ রুকু ;—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ ط خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٭

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিকট ইছার অবস্থা আদমের অবস্থার তুল্য, তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তাহাকে বলিলেন, তুমি হও, ইহাতে সে হইয়া গেল।" অর্থাৎ হজরত ইছা (আঃ) যেরূপ বিনা পিতায় হইয়াছিলেন, হজরত আদম (আঃ) সেইরূপ বিনা পিতায়, (বরং বিনা মাতায়) হইয়াছিলেন।"

ছুরা আল-এমরান, ২ রুকু ;—

اذ قالت امرأة عمران ...... بغير حساب

"যে সময় এমরানের স্ত্রী বলিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য মানসা করিয়াছি যে, যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে আজাদ থাকিবে, তুমি উহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রেষ্ঠতম শ্রোতা অভিজ্ঞ। যখন সে তাহাকে প্রসব করিল, বলিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি উহা কন্যা প্রসব করিয়াছি। আল্লাহ সে যাহা প্রসব করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ। (অভিপ্রেত) পুত্র এই কন্যার তুল্য নহে, আমি তাহার নাম মরয়েম রাখিলাম এবং তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে তাহার এবং তাহার বংশধরগণের উদ্ধার কামনা করিতেছি। ইহাতে আল্লাহ তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাবে কবুল করিয়া লইলেন এবং তাহাকে সুন্দর ভাবে প্রতিপালন করিলেন এবং জাকারিয়াকে তাহার পৃষ্ঠপোষক করিলেন। যে সময় জাকারিয়া তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতেন, তাহার নিকট জীবিকা পাইতেন, তিনি বলিতেন, হে মরয়েম, ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসিল? তিনি বলিতেন, ইহা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে, নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, অগণিত জীবিকা প্রদান করেন।

ছুরা আল-এমরান, ৫ রুকু :—

واذ قالت الملائكة يمريم ان الله اصطفك وطهرك واصطفك على نساء العلمين *

এবং যখন ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে মরয়েম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে জগদ্বাসীদিগের স্ত্রীলোকদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন।"

মির্জ্জা সাহেব কোর-আনের উপরোক্ত আয়তগুলীর বিপরীতে এজালাতোল-আওহামের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے ●

"(হজরত) মছিহ বেনে-মরয়েম নিজের পিতা ইউছফের সহিত ২২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত সূত্রধারের কর্ম্ম করিতেন।"

তিনি 'আইয়ামোছ-ছোলহ' কেতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,

اختلاط مریم صدیقہ با منسوب خودش یوسف و ہمراہ وی خارج بیت گردش نمودن شہادت حقہ بر این رسم است ●

"মরয়েম সিদ্দিকার তাঁহার বাগ্‌দত্ত ইউছফের সহিত সঙ্গম করা এবং তাহার সহিত গৃহের বাহিরে ভ্রমণ করা এই নিয়মের সত্য প্রমাণ।"

পাঠক, কোর-আন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, হজরত মরয়েম কোন পুরুষ সঙ্গম করেন নাই, হজরত ইছা বিনা পিতায় আল্লাহতায়ালার হুকুমে হইয়াছিলেন।

আর মির্জ্জা ছাহেব বলেন, হজরত মরয়েম বিবাহের পূর্ব্বে ইউছফের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিলেন, হজরত ইছা সেই হারাম বীর্য্যে পয়দা হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনারা বলুন, তিনি কি কোর-আনের উপর ইমান আনেন ?

তিনি জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৭ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے - تین دادیاں اور نانیاں آپکی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا ●

"তাঁহার (হজরত ইছার) বংশ নিতান্ত পাক ও পবিত্র ছিল, তাঁহার তিন দাদি ও নানি ব্যভিচারিণী ও বেশ্যা ছিল—যাহাদের রক্ত হইতে তাঁহার শরীর প্রকাশিত হইয়াছে।"

খোদাতায়ালা যে খান্দানের প্রশংসা করেন, মির্জ্জা সাহেব তাহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতে সাধ্য-সাধনা করিয়া নিজের পরকাল নষ্ট করিয়াছেন।

ছুরা আল-এমরান, ৫ রুকু ;—

ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ◎

ويعلمه الكتب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل ٭ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ٭

"নিশ্চয় তোমাকে তাঁহা হইতে (প্রেরিত) বাক্যের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি—তাহার নাম মছিহ বেনে মরয়েম, দুনইয়া ও আখেরেতে সম্মানিত এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইবেন। এবং আল্লাহ তাঁহাকে কেতাব, হেকমত, তওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন এবং বনি-ইছরাইলদিগের রাছুল করিবেন। এবং তিনি দোলারোহণে ও প্রৌঢ়াবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা বলিবেন এবং নেককারদিগের অন্তর্গত হইবেন।"

ছুরা মায়েদা, ৭ রুকু ;—

و آتينه الانجيل فيه هدى و نور

"এবং আমি তাঁহাকে ইঞ্জিল প্রদান করিয়াছি, উহাতে সত্যপথ ও জ্যোতিঃ আছে।"

মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৯ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

پس هم ایسے نا پاک خیال اور متکبر اور راستبازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں ٭

"অতএব আমরা এইরূপ নাপাক চিত্ত, অহঙ্কারী এবং সত্য-পরায়ণ লোকদিগের শত্রুকে একজন ভাল মনুষ্য স্থির করিতে পারি না, তাঁহাকে নবি স্থির করা ত দূরের কথা।"

মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে হজরত ইছাকে 'নাপাক চিত্ত, অহঙ্কারী ও সত্যপরায়ণদিগের শত্রু বলিয়াছেন, বরং তাঁহার নবী হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি ১৯০২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির আল-হাকাম পত্রিকায় লিখিয়াছেন ;—

مسیح کے حالات پڑھو تو یہ شخص اس لائق نہیں
ہوسکتا کہ نبی بھی ہو●

"মছিহের অবস্থাগুলি পড়, এই ব্যক্তি নবী হওয়ার উপযুক্ত নহেন।"

তিনি দাফেয়োল-বালার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

مسیح کے راستبازي اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازون
سے بڑھکر ثابت نہین هوتي بلکہ یحیی نبی کو اسپر
ایک فضیلت هے کیونکہ وہ شراب نہین پیتا تها اور
کبھی نہین سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی
کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تها یا هاتهون
اور اپنے سر کے بالون سے اس کے بدن کو چهوا تها یا کوئي
بی تعلق جوان عورت اسکی خدمت کرتی تهي اسی وجہ
سے خدا نے قرآن مین یحیی کا نام حصور رکھا مگر مسیح
کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے
مانع تهے●

"মছিহ (আঃ)এর সত্যপরায়ণতা তাঁহার জামানায় অন্যান্য সত্যপরায়ণদিগের চেয়ে অধিকতর প্রমাণিত হয় নাই, বরং (হজরত) এহইয়া নবীর তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, কেননা তিনি মদ পান করিতেন না এবং কখনও শুনা যায় নাই যে, কোন বেশ্যা স্ত্রীলোক আসিয়া নিজের উপার্জ্জিত অর্থের আতর দ্বারা তাহার মস্তকে মর্দ্দন করিয়াছে, কিম্বা হস্ত ও মস্তকের কেশ দ্বারা তাহার শরীর স্পর্শ করিয়াছে, অথবা কোন সম্বন্ধহীনা যুবতী স্ত্রীলোক তাঁহার খেদমত করিত, এই হেতু খোদাতায়ালা কোর-আনে (হজরত) এহইয়ার নাম হাছুর حصور রাখিয়াছেন, কিন্তু মছিহ (আঃ)কে এই নামে অভিহিত করেন নাই, কেননা এইরূপ ব্যাপারগুলি এই নাম রাখার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছে।

তিনি ১৯০২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির আল-হাকাম পত্রিকায় লিখিয়াছেন ;—

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کس طرح پر وہ نا محرم جوان عورتوں سے ملتا تھا اور کس طرح ایک بازاری عورت سے عطر ملواتا تھا - وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا اور جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اسے عاق کردیا ✽

"ইহা স্পষ্ট কথা যে, তিনি (হজরত মছিহ) কিরূপে গর-মহরম যুবতী স্ত্রীলোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিরূপে এক বেশ্যা স্ত্রীলোক দ্বারা আতর মালিশ করাইতেন। তিনি একটী বালিকার উপর আসক্ত হইয়াছিলেন এবং যখন তিনি শিক্ষকের সম্মুখে তাহার সৌন্দর্য্য ও রূপের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন শিক্ষক তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।"

তিনি ১৯০৩ সালের রিভিউ অফ রিলিজিয়নে লিখিয়াছেন ;—

مرزا صاحب کے ایک دوست نے ان کو بوجہ مرض
ذیا بطس افیون کھانے کی صلاح دی - مرزا صاحب نے جواب
دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کرکے یہ نہ کہیں کہ
پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی ٭

"মির্জ্জা ছাহেবের একজন বন্ধু তাঁহাকে অগ্নিমান্দ্য রোগের জন্য আফিন খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তদুত্তরে মির্জ্জা ছাহেব বলিয়াছিলেন, আমি আশঙ্কা করি যে, লোকে বিদ্রূপ করিয়া ইহা না বলে যে, প্রথম মছিহ মদ্যপায়ী ছিলেন এবং দ্বিতীয় মছিহ আফিন-খোর।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব কোর-আন শরিফের উপদেশ পদদলিত করিয়া জাল বাইবেলের কথাগুলি প্রামাণ্য ধারণায় একজন শ্রেষ্ঠ নবীর উপর এইরূপ অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি যে কোর-আনের উপর তিলবিন্দু ইমান রাখিতেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

তিনি জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৫।৬ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

یہ بھی یاد رہے کہ آپکو کسیقدر جھوٹ بولنے کی بھی
عادت تھی .... اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ
آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے
یہودیوں کی کتاب طالمود سے چورا کر لکھا ہے اور پھر
ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے لیکن جب
سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں ......
...... پھر افسس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ

نہیں - عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پر
طمانچے مار رہے ہیں - آپ کا ایک یہودی استاد تھا
جس سے آپ نے توریت کو سبقا سبقا پڑھا تھا - معلوم
ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپکو زیرکی سے کچھہ بہت
حصہ نہیں دیا تھا یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ
اسنے آپکو محض سادہ لوح رکھا - بہر حال آپ علمی
اور عملی قوی میں بہت کچے تھے *

"ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহার (হজরত ইছার) কিছু পরিমাণ মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল।

নিতান্ত লজ্জার কথা, তিনি পাহাড়ি শিক্ষা যাহাকে ইঞ্জিলের মজ্জা বলা হয়, য়িহুদিদিগের তালমুদ কেতাব হইতে চুরি করিয়া লিখিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও তিনি এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যেন ইহা আমার শিক্ষা, কিন্তু যখন হইতে এই চুরি ধরা পড়িয়াছে, খৃষ্টানগণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন।

আবার ইহাও পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত শিক্ষাও একটু ভাল নহে, বুদ্ধি ও বিবেক উভয়ে এই শিক্ষার মুখের উপর চপেটাঘাত করিয়া থাকে।

তাঁহার একজন য়িহুদী শিক্ষক ছিল—ইনি তাহার নিকট ছবক ছবক করিয়া তওরাত পড়িয়াছিলেন, ইহাতে অনুমিত হয় যে, খোদা তাহাকে বুদ্ধির বড় একটী অংশ প্রদান করেন নাই, কিম্বা উক্ত শিক্ষকের দুষ্টামি হইতে পারে যে, সে তাঁহাকে নির্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহা হউক তিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তিতে নিতান্ত অপরিপক্ক ছিলেন।"

আরও তিনি উহার ৬ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

آپکو اپنی تمام زندگی میں تین مرتبه شیطانی الہام
بھی ہوا تھا چنانچه ایک مرتبه آپ اسی الہام سے خدا سے
منکر ہونیکے لئے بھی طیار ہوگئے تھے *

"তাঁহার নিজের জীবনে তিনবার শয়তানি এলহাম হইয়াছিল, এমন কি একবার তিনি এই এলহামে খোদার মোনকের হওয়ার জন্য উদ্যত হইয়া গিয়াছিলেন।"

খোদাতায়ালা যাহাকে শয়তানের চক্র হইতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, মির্জ্জা ছাহেব তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথা প্রকাশ করিয়াছেন।"

ছুরা নেছা, ২২ রুকু ;—

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

"এবং য়িহুদীরা উক্ত মছিহকে হত্যা করে নাই এবং তাহাকে শূলকাষ্ঠের উপর উত্থাপন করেন নাই; কিন্তু তাহাদের জন্য সৌসাদৃশ্য স্থাপন করা হইয়াছিল।"

মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের এই শিক্ষার বিপরীতে 'আইয়ামোছ-ছোলহ' কেতাবের ১০৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

یوم جمعه وقت عصر آنجناب را بردار کشیدند

"তাহারা জুমার দিবস আছরের সময় উক্ত জনাব (মছিহ)কে ক্রুশের উপর আকর্ষণ করিয়াছিল।"

মির্জ্জা ছাহেব কোর-আনের উক্ত আয়তের অর্থ বিকৃত করিয়া এজালাতোল-আওহামের ২২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

انا جیل اربعه قرآن شریف کے اس قول پر که ما قتلوه
وما صلبوه صاف شہادت دے رہی ہیں کیونکه قرآن کریم
کا منشأ ما صلبوه کے لفظ سے یه ہرگز نہیں ہے که مسیح

صليب پر چڑھايا نہيں گيا بلکہ منشأ يہ ہے کہ جو صليب پر چڑھانے کا اصل مدعا تھا يعنے قتل کرنا اس سے خدای تعالی نے مسيح کو محفوظ رکھا ❋

"চারিটী ইঞ্জিল কোর-আন শরিফের وما قتلوه وما صلبوه এই কথার উপর স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে, কেননা কোর-আন করিমের وما صلبوه শব্দেকিছুতেই ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, মছিহকে শূলের উপর আকর্ষণ করা হয় নাই, বরং উদ্দেশ্য এই যে, শূলের উপর চড়াইবার মূল কারণ যে হত্যা করা ছিল, খোদা মছিহকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে স্পষ্ট কোর-আনের বিপরীতে মনগড়া মত প্রচার করিয়াছেন, কারণ উক্ত শব্দের অর্থ—য়িহুদীরা তাহাকে শূলকাষ্ঠের উপর আকর্ষণ করে নাই এবং তাহাকে হত্যা করে নাই, যদি وما صلبوه শব্দের অর্থ 'হত্যা করে নাই' হইত, তবে একই মর্ম্ম বাচক দুই শব্দ ব্যবহার করা হইত, ইহা বালাগাতের খেলাফ।

মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে যেরূপ কোরাণের খেলাফ করিয়াছেন, সেইরূপ ইঞ্জিলের খেলাফ করিয়াছেন, কারণ উহাতে হজরত ইছার মৃত্যুর কথা আছে।

মূলকথা, তিনি কোর-আন শরিফের আয়তগুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি মুখে কোর-আন মান্য করার দাবি করিলেও কার্য্যতঃ উহার উপর ইমান আনিতেন না।

এক্ষণে হাদিছ সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের পদ্ধতি কি, তাহার আলোচনা করা হউক।

মির্জ্জা ছাহেব এ'জাজে আহমদীর ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(۱) هل النقل شيء بعد ايماء ربنا
فای حديث بعده نتخير

(۲) و قد مزق الاخبار كل ممزق
فكل بما عنده يستبشر
(۳) اتخبرني من نازل ما رأيته
و تذكر اخبارا دهاها التغير
(۴) و تعلم ان الظن ليس بقاطع
و ان اليقين البحت يروى و يثمر
(۵) و لست كمثلك فى الظنون مقيدا
و انى ارى الله القدير و ابصر
(۶) اخذنا من الحي الذي ليس مثله
و انتم عن الموتي رويتم ففكروا

(১) "আমার প্রতিপালকের অহির পরে হাদিছের কি গুরুত্ব থাকিতে পারে? উক্ত অহির পরে কোন্ হাদিছ মান্য করিব?

(২) নিশ্চয় হাদিছগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক দল তাহাদের নিকট যাহা আছে তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আছে।

(৩) তুমি আমার নিকট এরূপ অবতারণকারীর সংবাদ প্রদান করিতেছ—যাহাকে তুমি না দেখিয়াছ।

এরূপ হাদিছগুলি উল্লেখ করিতেছ—যাহাকে তহরিফ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

(৪) তুমি জানিতেছ যে, কল্পিত (জান্নি) বিষয় অকাট্য দলীল নহে এবং নিশ্চয় জ্ঞান শান্তি আনয়ন করে এবং ফল প্রদান করে।

(৫) আমি তোমার ন্যায় কল্পনায় আবদ্ধ নহি এবং নিশ্চয় আমি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে দেখিয়া থাকি এবং মোশাহাদা করিয়া থাকি।

(٢) و قد مزق الاخبار كل ممزق
فكل بما عنده يستبشر

(٣) اتخبرني من نازل ما رأيته
و تذكر اخبارا دهاها التغير

(٤) و تعلم ان الظن ليس بقاطع
و ان اليقين البحت يروى و يثمر

(٥) و لست كمثلك فى الظنون مقيدا
و انى ارى الله القدير و ابصر

(٦) اخذنا من الحي الذي ليس مثله
و انتم عن الموتى رويتم ففكروا

(১) "আমার প্রতিপালকের অহির পরে হাদিছের কি গুরুত্ব থাকিতে পারে ? উক্ত অহির পরে কোন্ হাদিছ মান্য করিব ?

(২) নিশ্চয় হাদিছগুলি সম্পূর্ণরূপে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক দল তাহাদের নিকট যাহা আছে তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আছে।

(৩) তুমি আমার নিকট এরূপ অবতারণকারীর সংবাদ প্রদান করিতেছ—যাহাকে তুমি না দেখিয়াছ।

এরূপ হাদিছগুলি উল্লেখ করিতেছ—যাহাকে তহরিফ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

(৪) তুমি জানিতেছ যে, কল্পিত (জান্নি) বিষয় অকাট্য দলীল নহে এবং নিশ্চয় জ্ঞান শান্তি আনয়ন করে এবং ফল প্রদান করে।

(৫) আমি তোমার ন্যায় কল্পনায় আবদ্ধ নহি এবং নিশ্চয় আমি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে দেখিয়া থাকি এবং মোশাহাদা করিয়া থাকি।

(৫) আমি যে অমর খোদার তুল্য নাই তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি, আর তোমরা মৃতদিগের নিকট হইতে রেওয়াএত করিয়াছ, কাজেই তোমরা চিন্তা কর।"

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৩০।৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

هم خدا تعالی کی قسم کہاکر بیان کرتے ھیں کہ میرے اس دعوی کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ھے جو میرے پر نازل ھوئي - ھان تائیدي طور پر ھم وہ حدیثیں پیش کرتے ھیں جو قرآن شریف کے مطابق ھیں اور میري وحي کے معارض نہیں اور دوسري حدیثون کو ھم ردي کیطرح پھینک دیتے ھیں - اگر حدیثون کا دنیا میں وجود بھي نہ ھوتا تب بھی میرے اس دعوی کو کچھ حرج نہ پہنچتا تھا ٭

"আমি খোদাতায়ালার কছম করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই দাবীর মূল হাদিছ নহে, বরং কোরআন এবং আমার উপর অবতারিত অহি, হাঁ, সমর্থন স্বরূপে আমি উক্ত হাদিছগুলি পেশ করিয়া থাকি—যে সমস্ত কোর-আন শরিফের অনুকূল হয় এবং আমার অহির বিপরীত না হয়, তদ্ব্যতীত অন্যান্য হাদিছ-গুলিকে আমি বাতীল বস্তুর ন্যায় ফেলিয়া দিয়া থাকি। যদি দুনইয়াতে হাদিছগুলির অস্তিত্ব না থাকিত, তবু আমার এই দাবির কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট করিত না।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে দুইটী দাবি করিয়াছেন, প্রথম এই যে, যে হাদিছগুলি কোর-আনের বিপরীত হইবে, উহা বাতীল বস্তুর ন্যায় নিক্ষেপ করিতে হইবে। দ্বিতীয় মির্জ্জা ছাহেবের কল্পিত এলহামগুলি অকাট্য সত্য, আর ইহার বিপরীতে যে কোন হাদিছ হইবে, উহা বাতীল হইবে।

মির্জ্জা ছাহেবের প্রথম দাবিটী বাহ্যভাবে সত্য হইলেও তিনি তদ্দারা ছহিহ হাদিছগুলি বাতীল করার পন্থা স্থির করিয়াছেন। যে কোন ছহিহ হাদিছ মির্জ্জা ছাহেবের মতের বিপরীত হইয়াছে, তিনি নিজের মনগড়া মতে বলিয়াছেন যে, এই হাদিছটী কোর-আনের খেলাফ, কাজেই উহা বাতীল, কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, প্রকৃত ছহিহ হাদিছ কোর-আনের খেলাফ হইতে পারে না, আর যদি স্থলবিশেষে বাহ্যভাবে উহা কোর-আনের খেলাফ বলিয়া অনুমিত হয়, তবে প্রাচীন ছুন্নি বিদ্বানগণের মত অনুসারে উহার তাবিল করা হইবে। ইহাও জানা উচিত যে, মির্জ্জা ছাহেবের খামখেয়ালি মতে কোন হাদিছ কোর-আনের খেলাফ বলিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় মতটী একেবারে বাতীল, কারণ ছহিহ হাদিছের বিপরীতে কোন এলহাম গ্রহণীয় হইতে পারে না।

কোর-আনের ছুরা নজমে আছে ;—

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحى يوحى

"তিনি (নবি করিম) কল্পিত মতে কথা বলেন না, উহা অবতারিত অহি ব্যতীত নহে।"

আরও কোর-আনের ছুরা মোমতাহেনাতে আছে ;—

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

"নিশ্চয়ই তোমাদের পক্ষে রাছুলুল্লাহ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আদর্শ আছে।"

আরও কোর-আন শরিফের ছুরা হাশরে আছে ;—

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"তোমাদের নিকট রাছুল যাহা আনয়ন করিয়াছেন, তোমরা তাহা গ্রহণ কর, আর তিনি যাহা তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, তোমরা তাহা হইতে বিরত থাক।"

মেশকাত, ২৯ পৃষ্ঠা ;—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انى اوتيت القرآن ومثله معه الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله رواه ابو داؤد وابن ماجة ✵

"রাছুল (ছাঃ) বলিয়াছেন, সাবধান! নিশ্চয় আমি কোর-আন এবং উহার সহিত তত্তুল্য প্রদত্ত হইয়াছি। সাবধান! অচিরে এক ব্যক্তি উদর পূর্ণ অবস্থায় নিজের পালঙ্গের উপর (বসিয়া) বলিবে, তোমাদের উপর এই কোর-আন আমল করা লাজেম, তোমরা উহার মধ্যে যাহা কিছু হালাল প্রাপ্ত হইবে, তাহা হালাল বলিয়া বিশ্বাস কর, আর উহার মধ্যে যাহা কিছু হারাম প্রাপ্ত হইবে, উহা হারাম জানিবে। নিশ্চয় যাহা রাছুলুল্লাহ হারাম করিয়াছেন, উহা এরূপ যেরূপ আল্লাহ হারাম করিয়াছেন।"

আবুদাউদ ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امرى مما امرت به اونهيت عنه فيقول لا ادرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه رواه احمد وابو داؤد والترمذي وابن ماجة ✵

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদের কোন লোককে নিজের পালঙ্গের উপর ভর দিয়া এরূপ অবস্থায় (বসিতে) না পাই—তাহার নিকট আমার আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয় উপস্থিত হইবে, তৎপরে সে বলিবে, আমি উহা জানি না, আমি যাহা কোর-আন শরিফে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অনুসরণ করিয়াছি। আহমদ, আবুদাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

মির্জ্জা ছাহেবের উপর এই হাদিছের মর্ম্ম বেশ খাপ খায়, তিনি শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করিয়া এবং মুরিদগণের কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হইয়া উদর পূর্ণ করিয়া নিজের খাটিয়ার উপর বসিয়া বলিতেন, হাদিছ সকল বাতীল, কোর-আনে যাহা কিছু আছে, তাহাই মানি।

হজরত ইছার নাজিল হওয়ার হাদিছ কোর-আনের খেলাফ, কাজেই উহা বাতীল।

নিজে মির্জ্জাছাহেব আইনায়-কামালাতে-ইছলামের ১৯ লিখিয়াছেন ;—

ومن تفوه بكلمة ليس لها اصل صحيح في الشرع ملهما كان او مجتهدا فيه الشياطين متلاعبة ✱

"যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে যে, শরিয়তে উহার কোন মূল নাই, সে ব্যক্তি এলহাম প্রাপ্ত হউক, আর মোজতাহেদ হউক, শয়তানেরা তাহার সহিত ক্রীড়াকারী হইয়া থাকে।"

তিনি জরুরাতোল-ইমানের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলিয়াছেন, এক সময় আমার শয়তানি এলহাম হইয়াছিল, শয়তান বলিল, হে আবদুল কাদের, তোমার এবাদতগুলি কবুল হইয়াছে, এক্ষণে অন্য লোকদিগের উপর যাহা হারাম, তোমার উপর তাহা হালাল হইয়াছে। তোমার নামাজ মা'ফ হইয়াছে, এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন তিনি বলিলেন, হে শয়তান, দূর হইয়া যাও, যাহা হজরত নবি (ছাঃ)এর পক্ষে জায়েজ হয় নাই, তাহা আমার পক্ষে কিরূপে জায়েজ হইবে? তখন শয়তান সুবর্ণের সিংহাসন সমেত আমার চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।"

যখন সৈয়দ আবদুল কাদের ছাহেবের ন্যায় অদ্বিতীয় অলির উপর শয়তানি এলহাম হইল, তখন ছলুক সমাপ্ত না করিয়াছে, এরূপ লোকেরা কিরূপে তাহার চক্র হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

হজরত মোজাদ্দেদে-আলফে-ছানি (রঃ) মকতুবাতের ১।২২২—২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"অনেক সময় কাশফ ও এলহাম প্রমাণিত বিষয়গুলি ভ্রান্তি-মূলক হইয়া থাকে, ইহার বহু কারণ আছে, যাহা হউক, কাশ্‌ফ ও এলহাম কোর-আন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ এই দলীল চতুষ্টয়ের বিপরীত অর্দ্ধকড়া যবের সমান হইবে না।"

উপরোক্ত প্রমাণে, বিশেষতঃ মির্জ্জা ছাহেবের কথা অনুসারে হজরতের হাদিছের বিরুদ্ধে যে কোন এলহাম ও কাশফ হয়, উহা শয়তানি ও পরিত্যক্ত হইবে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব নিজের মনগড়া অথবা শয়তানি এলহামের বিরুদ্ধে হজরতের সমস্ত হাদিছ রদ্দি ও বাতীল বলিয়াছেন।

মির্জ্জা ছাহেবের মতের বিরুদ্ধে যে কোন ছহিহ হাদিছ হইত, উহা যেন তেন ছুতা ধরিয়া বাতীল করিয়া দিতেন, আর তাহার পৃষ্ঠপোকতায় যে কোন বাতীল হাদিছ হইত, উহা অকাট্য ছহিহ বলিয়া দাবি করিতেন।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

کیوں جائز نہیں کہ انہوں نے عمدا یا سہوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو ✻

"উক্ত হাদিছ বর্ণনাকারিগণ (রাবিগণ) জ্ঞাতসারে কিম্বা ভ্রমবশতঃ কতক হাদিছ পৌঁছাইতে যে ভুল করিয়াছেন, ইহা কেন সম্ভব হইবে না?"

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں و الظن لا یغنی من الحق شیئاً ✻

"অধিকাংশ হাদিছ যদিও ছহিহ হয়, তবু আনুমানিক বিষয়, আনুমাণিক বিষয় মতের স্থান লাভ করিতে পারে না।"

আমাদের উত্তর।

হাদিছ মোতাওয়াতের অসংখ্য রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত হয়, এই হেতু উহা অকাট্য সত্য হইয়া থাকে, আর যদি মোতাওয়াতের না হয়, তবে উহা অকাট্য সত্য না হইলেও আনুমাণিক সত্য হইবে। এইরূপ আনুমানিক সত্যমতের উপর আমল করা শরিয়তে ওয়াজেব।

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ৫।৪১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

মুছলমানগণের এজমা হইয়াছে যে, বহু স্থলে আনুমাণিক ব্যবস্থা শরিয়ত-গ্রাহ্য হইয়া থাকে;—

প্রথম—আলেমগণ যে সমস্ত ফৎওয়া প্রকাশ করেন, উহা আনুমানিক ছহিহ হইলেও সাধারণ লোকের উহার উপর আমল করা ওয়াজেব।

দ্বিতীয় দুইজন কিম্বা চারিজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর আস্থা স্থাপন করতঃ শরিয়তের হুকুম কিম্বা হদ জারি করা হয়, সাক্ষিদের কথা আনুমানিক সত্য।

তৃতীয়—কেহ কেবলা জানিতে না পারিলে, অনুমানে কোন দিক্ কেবলা ধারণা করিয়া নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থিরীকৃত দিক্ কেবলা না হইতে পারে।

চতুর্থ—কেহ কাহারও কোন দ্রব্য নষ্ট করিলে বা তাহার হস্ত, পদ ও চক্ষু ইত্যাদির উপর আঘাত করিলে, অনুমানে উহার ক্ষতিপূরণের মূল্য স্থির করিতে হয়, ইহা আনুমানিক ব্যবস্থা।

পঞ্চম—বাজারি ছাগল ও গরুর মাংস মুছলমানদের জবাহ করা অনুমান করিয়া ভক্ষণ করা হয়, ইহা আনুমানিক কথা।

ষষ্ঠ—ব্যক্তি বিশেষকে ইমানদার ধারণা করতঃ মৃতের সম্পত্তির অংশ দেওয়া হয়, তাহার জানাজা পড়া হয় এবং তাহাকে মুছলদিগের কবর স্থানে দফন করা হয়, প্রকৃত পক্ষে সে ইমানদার না হইতেও পারে।

উপরোক্ত প্রকার স্থলগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ করা হয়।

পিতার কথা মত লোকের নছব সাব্যস্ত হয়, পিতা স্ত্রীর কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সন্তানদিগের দাবি করিয়া থাকে, ইহা কি অকাট্য সত্য? যদি মির্জ্জা ছাহেবের মতে আনুমানিক কথাতে সত্য প্রমাণিত না হয়, তবে উপরোক্ত ব্যাপারগুলিতে তিনি কি ফৎওয়া দিবেন?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৩০৯ পৃঃ লিখিয়াছেন ;—

گو اجمالی طور پر قرآن شریف اکمل اور اتم کتاب ھے مگر ایک حصہ کثیرہ دین کا اور طریقہ وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پر احادیث سے ھی ھمنے لیا ھے *

যদিও এজমালি ভাবে কোর-আন শরিফ শ্রেষ্ঠতম পূর্ণ কেতাব, তবু আমরা দীনের অধিকাংশ, এবাদত ইত্যাদির বিস্তারিত নিয়ম হাদিছগুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছি।"

এক্ষণে আমরা মির্জ্জা-ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আপনাদের গুরু রাবিদের ভুল সম্ভাবনা থাকায় হাদিছগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তখন দীন ইছলামের অধিকাংশ ও নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদির নিয়মাবলী আপনারা ত্যাগ করিতে বাধ্য

হইবেন, দেখিলেন ত মির্জ্জা ছাহেব কি ভাবে হজরতের হাদিছগুলি বাতীল করিয়াছেন !

মির্জ্জা ছাহেব উক্ত কেতাবের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন !—

حال کے نیچری جن کے دلون مین کچھ بھی عظمت قال الله اور قال الرسول کی باقی نہین رہی یہ بی اصل خیال پیش کرتے ہین کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبرین صحاح مین موجود ہین یہ تمام خبرین غلط ہین شاید ان کا ایسی باتون سے مطلب یہ ہے کہ تا اس عاجز کے اس دعوی کی تحقیر کرکے کسی طرح اسکو باطل تہیرا جاوے لیکن وہ اس قدر متواترات سے انکار کرکے اپنے ایمان کو خطرہ مین ڈالتے ہین ❋

"বর্ত্তমানের নেচারি দল—যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও রাছুলের কালামের কিছুমাত্র গুরুত্ব নাই, এই অমূলক ধারণা পেশ করিয়া থাকেন যে, মছিহ বেনে-মরয়েমের আগমন সংক্রান্ত যে হাদিছগুলি ছেহাহ গ্রন্থে আছে, এই সমস্ত ভ্রান্তিমূলক, বোধ হয় তাহাদের এইরূপ কথাগুলির উদ্দেশ্য এই যে, এই অক্ষমের (মির্জ্জা ছাহেবের) এই দাবি অবজ্ঞা করিয়া কোন প্রকারে উহা বাতীল স্থির করিবেন, কিন্তু তাহারা এত পরিমাণ মোতাওয়াতের হাদিছকে এনকার করিয়া নিজেদের ইমানকে বিপন্ন করিতেছেন।"

মির্জ্জা ছাহেবের মতের বিরুদ্ধে যে কোন হাদিছ থাকে, উহা আনুমানিক কথা এবং উহার রাবিগণের ভুল-ভ্রান্তি করার সম্ভাবনা আছে, ইত্যাদি অজুহাত পেশ করিয়া উহা উড়াইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু মরয়েমের পুত্র মছিহর আগমান সংক্রান্ত হাদিছগুলি মির্জ্জা ছাহেব গড়িয়া পিটিয়া নিজের উপর আওড়াইতে চাহেন, এই সমস্ত হাদিছ তাঁহার উল্লিখিত অজুহাতে বাতীল হইবে না কেন?

আর যখন নেচারি দল তৎসমস্তকে বাতীল বলিতে লাগিলেন, তখন মির্জ্জা ছাহেব এত কান্দাকাটা করিলেন কেন?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

محققین کے نزدیک مہدي کا آنا کوئی یقینی امر نہیں هے *

"বিচক্ষণ বিদ্বানগণের নিকট মাহদীর আগমন কোন নিশ্চিত বিষয় নহে।"

ان الاحاديث التي جاءت في المهدي الغازي المحارب من نسل الفاطمة الزهراء كلها ضعيفة مجروحة بل اكثرها موضوعة و من قسم الافتراء *

"যে হাদিছগুলি ফাতেমা জোহরা বংশ-সম্ভূত যোদ্ধা গাজি মাহদীর সম্বন্ধে আসিয়াছে, সমস্তই জইফ দোযান্বিত, বরং উহার অধিকাংশ জাল এবং মিথ্যা।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব যখন দেখিলেন যে, হাদিছ-উল্লিখিত মাহদীর চিহ্নগুলি তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় না, তখন তিনি অযথা ভাবে উক্ত হাদিছগুলি জইফ ও জাল বলিয়া দাবি করিলেন। মাহদী সংক্রান্ত হাদিছগুলি মোতাওয়াতের এবং অকাট্য ছহিহ, ইহার প্রমাণ মির্জ্জার মাহদী দাবি খণ্ডন পুস্তকের ৩২।৪২।৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

আর তিনি যখন জাল মাহদী সাজিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন একটী জইফ হাদিছকে ছহিহ বলিয়া দাবি করিলেন, যথা তিনি নজুলোল-মছিহ কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় উহা ছহিহ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, এই হাদিছটী জইফ হওয়ার প্রমাণ মির্জ্জার মাহদী দাবি খণ্ডন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

یہاں تک مضمون اس حدیث کا نادر اور قلیل الشہرت رہا کہ امام بخاري جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے شرقی کنارہ میں منارہ کے پاس اتریگا ◉

"এমন কি এই হাদিছের মর্ম্ম যে, মছিহ বেনে মরয়েম দেমাশকের পূর্ব্ব কোণে মিনারার নিকট নাজিল হইবেন, এরূপ অজ্ঞাত ও অপ্রসিদ্ধ ছিল যে, এমাম বোখারির ন্যায় শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছ এই হাদিছ প্রাপ্ত হন নাই।"

আরও তিনি উহার ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسمعیل بخاري نے چھوڑ دیا ہے ◉

"ইহা উক্ত হাদিছ—এমাম মোছলেম ছাহেব ছহিহ মোছলেমে লিখিয়াছেন—যাহাকে জইফ বুঝিয়া মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ এমাম মোহম্মদ এছমাইল বোখারি ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

পাঠক, ছহিহ মোছলেমে নওয়াছ কর্ত্তৃক যে ছহিহ হাদিছটী বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে দার্জ্জালের যে অবস্থা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, মির্জ্জা ছাহেবের মছিহিএতের দাবি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, এই হেতু তিনি উক্ত হাদিছ জইফ বলিয়া দাবি করিয়াছেন, দুন্ইয়ার কোন মোহাদ্দেছ উক্ত হাদিছটী জইফ বলেন নাই, মির্জ্জা ছাহেবের খামখেয়ালিতে ইহা কি জইফ হইতে পারে? মির্জ্জা ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, এমাম বোখারি উহা জইফ বুঝিয়া নিজ কেতাবে উল্লেখ করেন নাই, ইহা তাঁহার বাতীল দাবি। এমাম বোখারি কোথায় জইফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন? এমাম বোখারি অনেক হাদিছ ছহিহ জানা সত্বেও

নিজ কেতাবে উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এমাম বোখারির কোন হাদিছ উল্লেখ না করিলে, উহা জইফ হওয়ার দাবী যে একেবারে বাতীল, ইহা মির্জ্জার মাহদী দাবী খণ্ডন পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

তিনি 'জরুরাতোল-এমাম' কেতাবের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاهلیت کی ہوتی ہے ◈

"ছহিহ হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি আপন জামানার এমামকে চিনিতে না পারে, তাহার জাহিলিএতের মৃত্যু হইবে।" এই হাদিছটী আহমদ, তেরমেজি, এবনো-খোজায়মা ও এবনো-হাব্বান রেওয়াএত করিয়াছেন।

এমাম বোখারি এই হাদিছটী রেওয়াএত করেন নাই, কাজেই মির্জ্জা ছাহেবের দাবি অনুসারে উহা জইফ হইবে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব নিজে এমামোজ্জমান বনিবার ধারনায় উহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি এই হাদিছটী ছহিহ বোখারিতে না থাকা সত্ত্বেও ছহিহ হয়, তবে এমাম মোছলেম বর্ণিত দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিছটী বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কেন ছহিহ হইবে না ?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ৯৭৯ পৃঃ লিখিয়াছেন ;—

اگر ہم بخاري اور مسلم کی ان حدیثوں کو صحیح سمجھیں جو دجال کو آخري زمانہ میں اتار رہی ہے تو یہ حدیثیں ان کی موضوع ٹھیرتی ہیں اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر اُن کا موضوع ہونے ماننا پڑتا ہے ◈

"যদি আমরা বোখারি ও মোছলেমের শেষ জামানায় দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া সংক্রান্ত হাদিছগুলি ছহিহ ধারণা করি, তবে উক্ত কেতাবদ্বয়ের (এবনো-ছাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া সংক্রান্ত) হাদিছগুলি জাল হওয়া স্থিরীকৃত হয়। আর যদি শেষোক্ত হাদিছগুলি ছহিহ স্থির করি, তবে প্রথমোক্ত হাদিছগুলির জাল হওয়া স্বীকার করিতে হয়।"

মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে স্বার্থপরতার খাতিরে ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ জাল বলিয়া ফেলিলেন!

সমাপ্ত।